প্রতিবাদে ধানচাষ

মোদির সভার জন্য লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়াম। সবুজ ময়দান জল-কাদায় পরিপূর্ণ। ক্ষিপ্ত স্থানীয় বাসিন্দারা। এই অবস্থায় স্টেডিয়ামে ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদ তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নয়া নিম্নচাপ

বৃহস্পতিবার নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ দক্ষিণের জেলাতে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়বে

শ্যুটিংয়ে গুরুতর আহত শাহরুখ দ্রুত সুস্থতা কামনা মুখ্যমন্ত্রীর

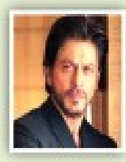

হিন্দুত্ববাদীদের জুলুম, কেএফসি বন্ধ করা হল এবার গাজিয়াবাদে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৭ • ২০ জুলাই, ২০২৫ • ৩ শ্রাবণ ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 57 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 20 JULY, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মাত্রাছাড়া বাঙালি বিদ্বেষ বিজেপি-শাসিত অসম রাজ্য জুড়ে

রুখে দাঁড়াবেন মানুষ : নেত্রী

প্রতিবেদন : অসমে মাত্রাছাড়া বাঙালি বিদ্বেষ নিয়ে জোরালো প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, বাংলা হল দেশে দ্বিতীয় সর্বাধিক কথিত ভাষা। আর অসমেও দ্বিতীয় জনপ্রিয় ও কথিত ভাষা হল বাংলা। অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে বাংলাভাষীরাও এতদিন শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। কিন্তু বিভাজনকারী বিজেপি তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী বিভেদ সৃষ্টি করছে। অসমের এই বিদ্বেষকে মাত্রাছাড়া বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। লিখেছেন, আমার বিশ্বাস অসমের মানুষই লড়াই করবেন, রুখে দাঁড়াবেন বিজেপির এই অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে তাঁর বার্তা, অসমে বাঙালি-

বিদ্বেষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি বাঙালির পাশে তিনি আছেন, থাকবেন। যে মানুষজন অন্য ভাষা ও ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করে নিজেদের মাতৃভাষাকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরার জন্য নিপীড়ন সহ্য করছেন, তাঁদের হুমকি দেওয়া বৈষম্যমূলক আচরণ ও সংবিধান-বিরোধী। সেই সহনশীল মানুষদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষ প্রতিরোধের ডাক দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আহ্বান, অসমে বিজেপির বিভেদের রাজনীতি সব (এরপর ৯ পাতায়)

কালীমন্দির ভাঙতে নোটিশ

প্রতিবেদন : বাংলায় এসে চাপে পড়ে মা কালী আর মা দুর্গাকে স্মরণ করছেন মোদি। অথচ তাঁর দল বিজেপি অসমে কালীমন্দির ভাঙতে নোটিশ দিচ্ছে! একে কী বলবেন? বিজেপির লোক দেখানো ভণ্ডামি নাকি দ্বিচারিতা? অসমের ধুবড়িতে আরও এক কদম এগিয়ে একশো বছরেরও বেশি পুরনো কালীমন্দির ভাঙতে উদ্যত হয়েছে বিজেপি সরকার। যারা দিন-রাত হিন্দুত্বের কথা বলে। নিজেদের সনাতনী বলে গর্বিত বোধ করে! তারাই অসমে একদিকে বাঙালি খেদাচ্ছে, একইসঙ্গে শতবর্ষপ্রাচীন কালীমন্দিরও ভেঙে ফেলতে চাইছে। স্থানীয় বাঙালিরা বাসিন্দারা এই অন্যায় নোটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, প্রাণ দিতে হলে দেব, কিন্তু এই কালীমন্দির ভাঙতে দেব না। প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন মহিলারাও। গোটা ধুবড়ি এখন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসছে।

কালীমন্দির ভাঙার বিজেপির ফতোয়ায় ক্ষিপ্ত ধুবড়ির বাঙালিরা।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সেই তো আমার প্রিয়

সেই তো আমার প্রিয়
আঁধারে যে অধরা রবে না
দুর্যোগের যে ধার ধারে না
অন্যায়ের নিকট মাথা নোয়ায় না
জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয় না
হাসিমুখে করে বিশ্বজয়
সেই তো আমার প্রিয়।।

কর্ম যার জীবন যৌবন
আত্মবিশ্বাস সমাজ দর্পণ
আস্থায় যে বিশ্বাসভাজন
সুস্থতায় যার তর্পণ অর্পণ
নিষ্ঠায় নেই আত্মসমর্পণ
উচ্চশির যার মুকুট কাঞ্চন
সেই তো আমার প্রিয়।।

ইন্ডিয়ার ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

নেত্রীর ইস্যু, এসআইআর নিয়ে সোচ্চার অভিষেক

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা এসআইআর নিয়ে সোচ্চার হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি সরব হয়েছেন ইডি (ই-জোয়ার) নিয়ে। অভিষেক বলেন, দেশ থেকে বিরোধী দলগুলিকে মুছে ফেলতে ইডির মাধ্যমে চক্রান্ত চালাচ্ছে বিজেপি। ইডিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধীদের জন্য। আর ইসিকে (ইলেকশন কমিশন) ব্যবহার করা হচ্ছে ভোটারদের জন্য। ভোটার তালিকায় কারচুপি প্রথম ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন নয়, সেই মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের চার মাস পরেই তৃণমূল বলে দিয়েছিল, ৪০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের মাধ্যমে সেখানে জিতেছে বিজেপি। একই চেষ্টা বিহারেও।

শনিবারের ২৪ দলের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে অন্যতম অপারেশন সিঁদুর ও পরবর্তী বিদেশ নীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কীভাবে ঘুরপথে বিজেপি সরকার এনআরসি করছে তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে কেন্দ্রের বিবৃতি দাবির পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক দাবির পরেও কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ করে রয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের তরফে তাও জানতে চাওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে ২৪ দলের (এরপর ১১ পাতায়)

নাবালিকার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল পুরীতে

প্রতিবেদন : লজ্জাজনক! নৃশংস! বিজেপির ওড়িশায় ফের এক নির্মম ঘটনা। বিজেপির ডবল-ইঞ্জিন রাজ্য ওড়িশায় গায়ে পেট্রোল ঢেলে নাবালিকাকে প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। জঙ্গলরাজের আরও এক নমুনার দেখা মিলল বিজেপির ওড়িশায়। এখন কোথায় জাতীয় মহিলা কমিশন? তারা কেন চুপ? এটাই কি বিজেপির নারীসুরক্ষা? প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা বিজেপির নারীসুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, এটাই বিজেপি-রাজ্যের বাস্তব-চিত্র।

দিন কয়েক আগে ওড়িশার বালেশ্বরে কলেজ ছাত্রী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেই ঘটনা দেশ জুড়ে সাড়া ফেলে দেয়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই পুরীতে ফের ঘটল নৃশংস-কাণ্ড। প্রকাশ্য রাস্তায় ১৫ বছর বয়সি নাবালিকার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় তিন দুষ্কৃতী। তারপরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তীব্র নিন্দা (এরপর ১১ পাতায়)

এই হস্টেল থেকেই পড়ুয়ার ঝাঁপ।

হাসপাতালে যাচ্ছে দেহ।

ডাক্তারি পড়ুয়াকে নির্যাতন আত্মহত্যা যোগীর রাজ্যে

প্রতিবেদন : বিজেপি-রাজ্যে নারী সুরক্ষার হাল দেখুন। ওড়িশার পর এবার যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসিক হেনস্থা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অপমানে আত্মঘাতী হলেন ছাত্রী। নয়ডার শারদা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সুইসাইড নোটে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানসিক নিপীড়ন ও অপমানের অভিযোগ করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এই ঘটনায় গর্জে উঠেছে তৃণমূল। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির নারী নিরাপত্তা ও বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওয়ের ফাঁপা বুলি নিয়ে।

তৃণমূলের সাফ কথা, একজন প্রতিভাবান ছাত্রীকে এমন পরিণতি বেছে নিতে বাধ্য করা শুধুই লজ্জার নয়, সমাজের প্রতি এক প্রশ্নচিহ্নও বটে। কিন্তু ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে এই ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৯৬৯ **নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন** প্রথম মানুষ হিসাবে চাঁদে পা রাখেন। ১৬ জুলাই তাঁরা অ্যাপোলো ১১-র যাত্রী হিসেবে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

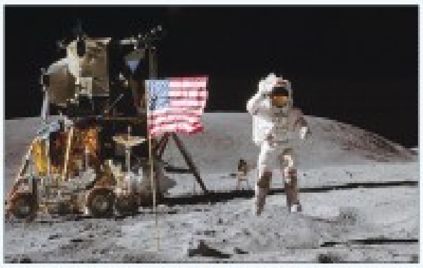

১৯১৯ **এডমুন্ড হিলারি** (১৯১৯-২০০৮) নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্ম নেন। পর্বতারোহী ও অভিযাত্রী। ১৯৫৩-তে তেনজিং নোরগের সঙ্গে একযোগে এভারেস্ট জয় করেন। কমনওয়েলথ ট্রান্স-আটলান্টিক অভিযানের অংশ হিসেবে তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ মেরু পৌঁছন। পরবর্তীকালে তিনি উত্তর মেরু অভিযান করলে বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীর দুই মেরু ও সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পদার্পণের দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

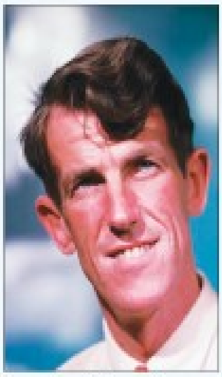

১৯২০ **সারদা দেবী** (১৮৫৩-১৯২০) এদিন পরলোক গমন করেন। রামকৃষ্ণের সাধনসঙ্গিনী ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘ জননী। সামান্য গ্রাম্যনারীর জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি তাঁর জীবৎকালে এবং পরবর্তীকালে ভক্তদের কাছে মহাশক্তির অবতার রূপে পূজিত হতেন। মৃত্যুর পূর্বে এক শোকাতুরা শিষ্যাকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার। এই উপদেশটিই বিশ্বের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বার্তা। এদিন রাত দেড়টায় কলকাতার উদ্বোধন ভবনে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে তাঁর শেষকৃত্যসম্পন্ন হয়। এই স্থানটিতেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে শ্রীমা সারদা দেবীর সমাধিমন্দির।

১৯৭৩ **ব্রুস লি** (১৯৪০-১৯৭৩) এদিন মারা যান। সর্বকালের প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত মার্শাল আর্ট শিল্পীদের অন্যতম। পশ্চিমা বিশ্বে চিনা সংস্কৃতির ধারণা বদলে দিয়েছিলেন। জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সনাতন মার্শাল আর্টের চর্চা। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে তিনি যেভাবে তাঁর হাত ও পা ছুঁড়ে দিতেন সেই স্টাইল তরুণদের বিমোহিত করত। হংকং-এ কাউলুন টং-এর একটি বাড়িতে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি বলছিলেন যে তাঁর মাথা ধরেছে এবং এজন্যে তিনি মাথাব্যথার ওষুধও খেয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। তাঁর মরদেহ বহনকারী কফিন দেখার জন্যে রাস্তায় নেমে এসেছিল শোকাহত হাজার হাজার মানুষ।

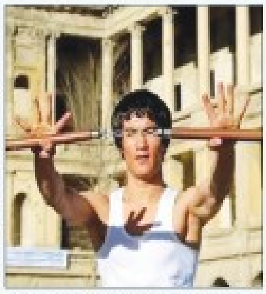

১৯৭২ **গীতা দত্ত** (১৯৩০-১৯৭২) এদিন প্রয়াত হন। সঙ্গীতশিল্পী। মূলত ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে হিন্দি ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত এবং বাংলা আধুনিক গান গাওয়ার জন্য বিখ্যাত। মৃত্যুকালে তিনি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বম্বেতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৬৫ **বটুকেশ্বর দত্ত** (১৯১০-১৯৬৫) এদিন মারা যান। বিপ্লবী এবং ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা। ১৯২৯-এর ৮ এপ্রিল ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। তাঁরা পরিকল্পনা অনুসারে দুটি বোমা ফেলেন, যাতে কারও কোনও ক্ষতি না হয়। ফরাসি নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী বৈলেয়ন্টের মতোই ভগৎ সিংহের বক্তব্য ছিল, 'বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন'। বটুকেশ্বর দত্ত ও তিনি ইস্তাহার ছড়িয়ে দেন নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে, স্লোগান দেন এবং শান্তভাবে গ্রেফতার বরণ করেন।

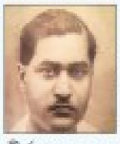

১৯৭৪ **কমল দাশগুপ্ত** (১৯১২-১৯৭৪) প্রয়াত হন। প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী, প্রসিদ্ধ সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। সাঁঝের তারকা আমি, আমি ভোরের যূথিকা প্রভৃতি গান আজও সমাদৃত। তাঁর কয়েকটি রাগাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পার্টির কর্মসূচি

একুশে জুলাই ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জমায়েতের লক্ষ্যে কানাইপুর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় ছোট বাজার এলাকায়। ছিলেন জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ, ব্লক সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী, কৌশিক দাস, মণি সামুই-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

হুগলির চুঁচুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি বিজন সরকার, বিধায়ক অসিত মজুমদার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৮

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. অন্তর্মুখী ৬. পুকুরের তলদেশে গভীর খাত ৮. ভোজন, আহার ৯. শরীর ১০. একগুঁয়ে, বেয়াড়া ১২. পাঁচটি ১৩. নায়ক, পরিচালক ১৫. বিজয়ের পরাকাষ্ঠা।

উপর-নিচ : ২. রপ্তানি ৩. শিক্ষক, গুরু ৪. তীক্ষ্ণ, ধারালো ৫. সর্বত্র ৭. আড্ডার সঙ্গী ১১. শরৎকালীন, শরৎকালে উৎপন্ন ১২. ঝাড়া ১৪. টুপি, মুকুট।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৭ : পাশাপাশি : ২. ভালোমানুষ ৫. বহিভোগ্য ৬.বয়স্য ৭. গঙ্গাজল ৯. কায়ক্লেশ ১২. ততটা ১৩. কুম্ভকার ১৪. কিরণরেখা। **উপর-নিচ:** ১. দৈবযোগ ২. ভাগ্যবল ৩. মাৎস্যন্যায় ৪. ষড়ভূজ ৮. জলতরঙ্গ ৯. কাটাকুটি ১০. শতরঞ্চি ১১. সেলফি।

১৯ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৫৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯০৫০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.০০	৮৫.৮৪
ইউরো	১০১.৪৭	৯৯.৮৪
পাউন্ড	১১৭.০৫	১১৫.১৭

নজরকাড়া ইনস্টা

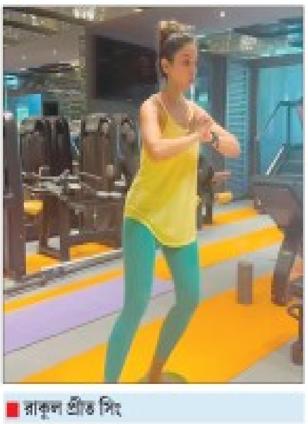

■ রাকুল প্রীত সিং

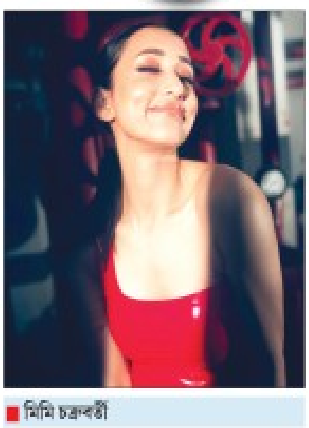

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার ফোরশোর রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক পোস্টে ধাক্কা মিনিবাসের। আহতদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসটি হাওড়া থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। ঘটনায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়

■ রাত পোহালেই একুশে জুলাই। (বাঁদিক থেকে) শহিদ দিবসের আগে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ তুঙ্গে। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কর্মীদের শিবির পরিদর্শন করলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। সঙ্গে সুজিত বসু, নির্মল মাজি-সহ অন্যরা। সেন্ট্রাল পার্কে কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে মেডিক্যাল ক্যাম্পে চলছে কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে শ্রদ্ধায় শহিদদের স্মরণ।

দেশ জুড়ে বাংলা-বিদ্বেষের গভীর চক্রান্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণে বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : দেশ জুড়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে, বাঙালির বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বিজেপির মদতে বাংলা-বিদ্বেষের খেলা চলছে রাজ্যে রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে প্রবাদপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করে বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্সে লেখেন, আজ আরও বেশি করে স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে দেশপ্রেমিক কবি, নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা। আমরা তাঁর সৃষ্টিকে স্মরণ করি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, ধনধান্য পুষ্পভরা জন্মভূমিকে স্মরণ করে তাঁর লেখা বহু গান ও দেশপ্রেমের জাগরণে লেখা তাঁর বহু নাটক আজও আমাদের হৃদয়ে গভীর অনুপ্রেরণা জাগায়। এই মহান সাহিত্যিকের জন্য আমার কিছু নিবেদন আছে। আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম তখন আমিই 'ধনধান্য এক্সপ্রেস' চালু করি, যা আজও কৃষ্ণনগরে কবির জন্মভূমির ওপর দিয়ে চলে। এ রাজ্যে দায়িত্বে আসার পর আমরা তাঁকেই স্মরণ করে কলকাতার আলিপুরে রাজ্য সরকারের তৈরি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়ামের নাম রেখেছি 'ধনধান্য অডিটোরিয়াম' আর আলিপুর ব্রিজের নাম রেখেছি 'ধনধান্য সেতু'। এসব নামে নিহিত আছে তাঁরই অমর পঙক্তি।

ডিভিসির জল ছাড়া ও নিম্নচাপ জরুরি বৈঠক মুখ্যসচিবের

প্রতিবেদন : ডিভিসি-র জল ছাড়া ও নিম্নচাপের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে ফের জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নবান্নে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। ডিভিসি-র ছাড়া জলে ইতিমধ্যেই একাধিক জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত। ২৩ বা ২৪ জুলাই থেকে ফের নিম্নচাপ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত ও সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়েই জরুরি বৈঠক হয় মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকরা। সঙ্গে কৃষি, সেচ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিবদেরও বৈঠকে হাজির ছিলেন।

শনিবার পাঞ্চেত থেকে প্রায় ৩০ হাজার ও মাইথন থেকে ৩৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। আগামীদিনে আরও জল ছাড়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা। ফলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জল ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে, কোথায় কী ধরনের সতর্কতা জরুরি—তার স্পষ্ট দিকনির্দেশ দেওয়া হয়। নিম্নচাপের জেরে নতুন করে বৃষ্টি হলে যাতে বিপর্যয় না বাড়ে, তার জন্য আগাম পরিকল্পনা, ত্রাণসামগ্রী মজুত, প্রয়োজনে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এবং ব্লকস্তরে মনিটরিং সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়। বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির উপর নিরবিচ্ছিন্ন নজর রাখতে মুখ্যসচিব প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন।

পথে নগরপাল মনোজ ভার্মা

একুশে জুলাইয়ের আগে নজরে শহরের নিরাপত্তা

প্রতিবেদন : একুশে জুলাইয়ের আগে গোটা শহরে নজরদারি চালালেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। এদিন শহরের হাল হকিকতের খোঁজ নেন তিনি। মনোজ ভার্মা বলেন, আমরা ম্যানপাওয়ার থেকে শুরু করে নজরদারি রাখব। এ সত্ত্বেও যদি কারওর কোনও অসুবিধা হয় আমরা হেল্পলাইন নম্বর দিচ্ছি, তাতেও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। ১০৭৩ এই টোল ফ্রি নম্বরের পাশাপাশি দুটো মোবাইল নম্বর ৯৮৩০৮-১১১১১ এবং ৯৮৩০০-১০০০০ চালু করা হয়েছে। ডিসি ট্রাফিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই নম্বরে ফোন এলে দ্রুত যোগাযোগ করতে। যাতে সকলে এই নম্বর জানতে পারে। কোনও অসুবিধা হলে এই নম্বরে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন সকালে পার্ক সার্কাস থেকে মা ফ্লাইওভার ধরে সায়েন্সিটি হয়ে থেকে বাইপাস ধরে পাটুলিতে একটি ছোট বৈঠক করেন। তারপর ঢালাই ব্রিজ থেকে ইউটার্ন, অভিষিক্তা মোড় হয়ে বেহালা জোকা পর্যন্ত পরিদর্শন করেন নগরপাল। ওই দিনের জন্য একটি রুট ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যাত্রিবাহী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আমহার্স্ট স্ট্রিট (উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী যান চলাচল করা হবে), বিধান সরণি (কে সি সেন স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ), কলেজ স্ট্রিট (দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যান নিয়ন্ত্রণ), ব্রাবোর্ন রোড (উত্তর থেকে দক্ষিণে), স্ট্র্যান্ড রোড (হেয়ার স্ট্রিট থেকে রাজা উডমুন্ট স্ট্রিট পর্যন্ত), বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট (পূর্ব থেকে পশ্চিমে), বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট (দক্ষিণ থেকে উত্তরে), নিউ সিআইটি রোড (পশ্চিম থেকে পূর্বে) এবং রবীন্দ্র সরণি (বি কে পাল অ্যাভিনিউ থেকে লালবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত)। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন এলাকায় পার্কিং করা যাবে না।

■ শহরের রাজপথে নগরপাল মনোজ ভার্মা-সহ পুলিশ কর্তারা।

শহিদ স্মরণে বৃক্ষরোপণ

সংবাদদাতা, জয়নগর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই সময়ের একুশে জুলাইয়ের শহিদদের প্রতি অভিনব শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন জয়নগর ২ ব্লকের গড়দেওয়ানি অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন সেখ। ১৩ শহিদের আত্মত্যাগের কথা মনে রাখতে শনিবার মোল্লারচক বামনের চক মোড়ে তাঁদের নামাঙ্কিত মেহগিনি গাছ লাগানো হল। সাহাবুদ্দিন সেখ বলেন, আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুধু একটি পরিবেশ আন্দোলন নয়, শহিদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনও। ২১ জুলাই আমাদের কাছে শহিদদের আত্মত্যাগের দিন। আগামী প্রজন্ম যাতে এই কর্মসূচির মাধ্যমে মনে রাখতে পারে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, জয়নগর থেকে দল বেঁধে তাঁরা আগামী কালের শহিদদের স্মরণে উপস্থিত থাকবেন ধর্মতলায়।

■ একুশে জুলাই শহিদ দিবসে 'ধর্মতলা চলো' উপলক্ষে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে প্রস্তুতির দায়িত্বে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার, প্রসেনজিৎ দাস, সঞ্জয় বক্সি, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতা-কর্মীরা।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে শনিবার ভবানীপুরে প্রস্তুতি সভা। ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, মেয়র পারিষদ অসীম বসু, ব্লক সভাপতি হিরণ মজুমদার।

■ বাঙালিকে বঞ্চনা ও একুশে জুলাই উপলক্ষে দেগঙ্গা বেড়াচাঁপা ফায়ার ব্রিগেড মাঠ থেকে বীণাপাণি স্কুলের মাঠ পর্যন্ত মিছিল। ছিলেন বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, ব্লক সভাপতি আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ-সহ কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। শনিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

20 July, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দেবেন

এ কোন ভারতবর্ষের ছবি দেখাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি! মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে ভোটে জেতার পরিকল্পনা। ধর্মকে রাজনীতিতে সরাসরি ব্যবহার করে মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা। যারা ভারতের সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সর্বধর্ম সমন্বয় ও শান্তি-মৈত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। দেশ জুড়ে বিজেপির এখন পয়লা নম্বর শত্রু হল বাংলা। কেন্দ্রীয় এজেন্সি কিংবা ন্যায্য পাওনা আটকে দিয়েও বাংলাকে দিল্লি, মহারাষ্ট্র বা বিহারের মতো কবজা করতে পারেনি। তাই এবার শুরু হয়েছে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ কর্মসূচি। একেবারে পরিকল্পনা করে এই কাজ শুরু করেছে। একদিকে স্লোগান উঠছে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও। অন্যদিকে বিজেপি রাজ্যগুলিতে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছে, তার জবাব বিজেপিকেই দিতে হবে। বিজেপি-শাসিত ওড়িশা। সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে তারা। এসেই একের পর এক নৃশংস ঘটনা। বালাসোরের পর পুরী। নাবালিকাকে প্রকাশ্যে পুরীর রাস্তায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এবং একজন বিজেপি নেতাও এই ঘটনার নিন্দা করলেন না! কোন উদাহরণ তৈরি করছে বিজেপি? শুধু ওড়িশা কেন? উত্তরপ্রদেশে মেডিক্যাল ছাত্রীকে বারবার নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, যৌনহেনস্থা চালানোর পর সেই পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনা দেশের লজ্জা। মাথা নত হয়ে যায়। যোগী সরকার একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। আসলে বিজেপির স্লোগান এখন বেটি বাঁচাও নয়, বেটি জ্বালাও। এই সরকারের একদিনের জন্যও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। মানুষ দেখছেন। গণতান্ত্রিক উপায়ে তাঁরা যথা সময়ে জবাব দেবেন।

উনি নাকি বিকশিত বাংলা গড়বেন!

বলতে ট্যাক্স লাগে না। তাই দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে ফেকুবাবু বলে গেলেন বাংলায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এ-রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে তোলা দরকার। তাই নাকি! ওদিকে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের বিগত জুন মাসের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের (পিএলএফএস) রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, 'রুরাল' এবং 'আর্বান' মিলিয়ে গত এপ্রিল মাসে সারা দেশে ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে এই বেকারত্বের হার ছিল ১৩.৮ শতাংশ। মে মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ। জুন মাসে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বেকারত্বের হার বিগত তিন মাসে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৪.৪ শতাংশ, ১৬.৩ শতাংশ এবং ১৭.৪ শতাংশ। পুরুষদের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ১৩.৬ শতাংশ, ১৪.৫ শতাংশ এবং ১৪.৭ শতাংশ। ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সিদের বেকারত্বের হার নিয়ে প্রকাশিত খতিয়ান উদ্বেগ বাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য বলছে, এপ্রিল মাসে এই হার ছিল ৫.১ শতাংশ। গত মে এবং জুন মাসে এই হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। যা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, সার্বিকভাবে দেশে বেকারত্বের পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু শহরে এলাকায় ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের পরিস্থিতি গ্রামাঞ্চলের থেকেও খারাপ। এপ্রিল, মে এবং জুন— এই তিন মাসে দেশের গ্রামাঞ্চল এবং শহরে এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্বের হার। প্রধানত ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যেই এই বেকারত্বের হার সবথেকে বেশি। মোদি জমানায় ২০১৪ থেকে ২০২৫-এর এই সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শূন্যপদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৪১ জনের। বর্ণপরিচয় হওয়া একটা অবোধ শিশুও বোঝে, পদোন্নতিকে নতুন নিয়োগ বলা যায় না। কিন্তু কমিটির বৈঠকে সরকারের আমলারা এই হিসাবকে নিয়োগের তালিকায় জুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন, মোদির রাজত্বে ১১ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি হয়েছে ২২ লাখের। আরও আছে, ২ লক্ষ পদে নিয়োগের পরীক্ষা এ বছর হওয়ার কথা। তার মাধ্যমে নিয়োগ সম্পূর্ণ হতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে। মানুষকে অবাক করে দিয়ে ২২ লাখ চাকরির তালিকায় এই দু'লক্ষকেও ঢোকানো হয়েছে! তার মানে ২২ লাখ নয়, ১১ বছরে মোদি সরকারের আমলে প্রকৃত চাকরি প্রাপকের সংখ্যা আসলে ১২ লক্ষ। চূড়ান্ত মিথ্যেবাদী।

— তাপস মুখোপাধ্যায়, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagobangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এই একুশের শপথ হোক

১৯৯৩-এর একুশে জুলাইয়ের দাবি ছিল 'নো আইডেন্টিটি কার্ড নো ভোট'। সেই দাবি পূরণ হয়েছিল গণ-আন্দোলনের চাপে। এবারের ২১ জুলাই বলছে, বাংলার বুকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে বিজেপিকে এ-রাজ্য থেকে উৎখাত করতে হবে। সেই অঙ্গীকার পূরণ করতেই হবে ২০২৬-এ। লিখছেন মুর্শিদাবাদের ডোমকল গার্লস কলেজের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক **প্রিয়ঙ্কর দাস**

শান্তিপূর্ণ ভোটের অধিকারের দাবিতে সরব হওয়া নাগরিকদের প্রতি পুলিশের বেদম প্রহার, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের নিক্ষেপ আর পুলিশ-সিপিএমের যৌথ সন্ত্রাস চলেছিল সেদিন। তারিখ ছিল ২১শে জুলাই, সালটা ছিল ১৯৯৩। বর্ষীয়ান পাঠককুল যাঁরা এই প্রতিবেদন পাঠ করছেন, তাঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময় থেকে সিপিএম নামক দল বাংলায় ক্ষমতার মসনদে বসার পর বাংলার বুকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ধারণাকে অবলুপ্ত করে দিয়েছিল। বামেদের সেই ভোট লুঠের কারবারকে বিনষ্ট করতে ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন রাজপথে নেমেছিলেন, তাঁর স্লোগান ছিল 'নো আইডি কার্ড, নো ভোট'। রাজপথের বুকে সেদিন চলেছিল রক্তের হোলি খেলা, নেমেছিল অন্ধকারের বাতাবরণ। তবে, সেই অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল নতুন স্বপ্নের আলো, সিপিএমকে বাংলা রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে উৎখাত করে দেওয়ার স্বপ্ন। আজ ২০২৫ সালের বুকে দাঁড়িয়ে আপামর গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

পাঠককুলের মনে হতে পারে ২১শে জুলাইয়ের সেই শপথের গুরুত্ব কি তাহলে ফিকে হয়ে গেছে? মনে রাখবেন যতদিন গণতন্ত্র হত্যাকারী সিপিএম-বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলো থাকবে এবং তার উল্টোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গণতন্ত্রপ্রেমী, সংগ্রামী নেতৃত্বরা থাকবেন ততদিন ২১শে জুলাইয়ের শপথ বইতেই থাকবে।

সিপিএমের সন্ত্রাস, সিপিএমের দম্ভ সিপিএমকে আজ শূন্যে নিয়ে গেছে। তবে তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হয়ে পশ্চিমবাংলার বুকে নেমে এসেছে বিজেপি নামক রাজনৈতিক দল। প্রতিনিয়ত খবর পাওয়া যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করে, তাদেরকে কাঠের পুতুলে পরিণত করে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের নাম তারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে চাইছে। বিহার থেকে এই খেলা তাঁরা শুরু করেছে, এরপর বাংলার পালা। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছে, এই বাংলার মাটি থেকেই ১৯৯৩ সালে বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই হয়েছিল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য লড়াই। একটি সহজ সূত্র ধরিয়ে দিতে হয়, দেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করে একটি কলেজিয়াম গঠন করার সুপারিশ করেছিলেন। সেই কলেজিয়ামে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও প্রধান বিচারপতির থাকার কথা। কিন্তু সেই সুপারিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রধান বিচারপতির জায়গায় রাখা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? নরেন্দ্র মোদি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে? অমিত শাহ। তা হলে কলেজিয়ামে কার পাল্লা ভারী? বিজেপির। নির্বাচন কমিশনার কার? বিজেপির। নির্বাচন কমিশন কার? বিজেপির।

বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের তরফে হঠাৎ করেই রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, পরিযায়ী শ্রমিক— যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দলিত, জনজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের— তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এমনকী গত লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও এখন নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রতি আস্থা তলানিতে ঠেকার পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। মোদি তাঁর প্রচারে বালাকোটে বায়ুসেনার অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে ভোট-প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাহুল গান্ধী ওয়েনাড় থেকে প্রার্থী হওয়ায়, সেই কেন্দ্রকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু কমিশন এইসব অভিযোগ খারিজ করে দেয়, যদিও তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এ-বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন। তার পরিণামস্বরূপ লাভাসা এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগের তদন্ত শুরু হয়, তাঁকে বিদেশে বদলি করে দেওয়া হয় এবং শেষে তিনি বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন।

আশঙ্কার উদ্রেক হয় যখন শুনি দিল্লির জয় হিন্দ কলোনিতে যেখানে মূলত বাঙালি শ্রমিকেরা বসবাস করেন দশ দিনের বেশি বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে, দরিদ্র মানুষের পানীয় জল নেই, গর্ভবতী মায়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বাংলাভাষী হওয়ার জন্য তাঁদের এই শাস্তি, এই ভোগান্তি। বুকের ভিতর ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে যখন শুনতে পাই আমার বাংলার মায়েদের, বোনেদের, ভাইয়েদের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিজেপি সরকার কোনও প্রামাণ্য নথির পরোয়া না করে তাঁদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ জুলাই প্রতিবাদ সভামঞ্চ থেকে স্পষ্টতই বলেছেন শেষ রক্তবিন্দু অবধি তিনি বাঙালির গরিমাকে, বাঙালির অস্মিতাকে রক্ষা করে যাবেন। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন শুধুমাত্র বিজেপিকে পরাস্ত করার নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন বাঙালির অধিকার রক্ষা, বাঙালির সম্মান রক্ষা ও বাঙালির অস্মিতাকে রক্ষা করার নির্বাচন।

এই পক্ষপাতিত্বের মধ্যে, এই অনিয়ম-বেনিয়মের মধ্যে, এই বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বাংলার মানুষ বাঁচতে চাই না। তাই এই একুশের শপথ হোক— বাংলার বুক থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার। এই একুশের শপথ হোক— গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার। এই একুশের শপথ হোক— চতুর্থ বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনার।

রুদ্রনগর বাজারে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা ও মিছিলে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা

মোদির সভার জেরে লন্ডভন্ড দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম

প্রতিবাদে ধানচাষ বিধায়কের

প্রতিবেদন : মোদির সভার জন্য লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী নেহরু স্টেডিয়াম। শুক্রবারের সভার পর ভয়াবহ পরিস্থিতি। গোটা স্টেডিয়াম জল-কাদায় পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় স্টেডিয়ামে ধানের চারা পুঁতে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। স্টেডিয়ামের এই লন্ডভন্ড অবস্থা দেখে ব্যাপক ক্ষিপ্ত স্থানীয় বাসিন্দারা।

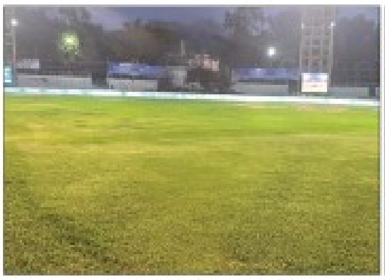

দুর্গাপুর স্টেডিয়াম। মোদির সভার আগে। (পাশে) সভার পরে সেখানে ধানের চারা রোপণ বিধায়কের।

জলনিকাশি ব্যবস্থার দফারফা করে বানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর আসার জন্য মসৃণ পথ। শুধুমাত্র জনসভা আয়োজনের জন্য সাতদিন ধরে দক্ষযজ্ঞ চলেছে এই মাঠে। এখন মাঠের যা পরিস্থিতি, তাতে মাঠকে আগের চেহারায় ফেরাতে বছরখানেক লাগবে বলে মনে করছে ক্রীড়া মহল। দুর্গাপুরের মানুষের সম্মানের সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামের এই হালের প্রতিবাদ জানিয়ে মাঠে ধান রোপণ করে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ

উল্লেখ্য, অ্যাথলেটিক্সের ৪০০ মিটার বিশেষ ট্র্যাক আছে এই মাঠে। ক্রিকেট পিচ রয়েছে। একসময় এয়ারলাইন্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হত এই স্টেডিয়ামে। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দল এখানেই প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছে। ইস্টার্ন স্টিল ফুটবল, ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হত। ক্যামেরুনের বিশ্বকাপার রজার মিল্লাও এসেছিলেন এই মাঠে। সেই ঐতিহ্যবাহী মাঠের ঘাস, মাটি তুলে বালি, পাথর ফেলে তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার মঞ্চ ও হ্যাঙার। মাঠের চক্রবর্তী বলেন, দুর্গাপুরের সংস্কৃতি, দুর্গাপুরের ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম নেহরু স্টেডিয়াম। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, অবিলম্বে যদি নেহরু স্টেডিয়াম ঠিকঠাক না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস।

এসটিএফ-এর জালে নয়জন সন্দেহভাজন

প্রতিবেদন : সিনেমার কায়দায় পাটনার হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে রোগীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দুষ্কৃতীরা। দুঃসাহসিক এই খুনের তদন্তে নেমে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শনিবার সকালে নিউ টাউনের সুখবৃষ্টি আবাসন থেকে সন্দেহভাজন ৫ জনকে আটক করল বিহার ও রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনী। সন্ধ্যের দিকে আনন্দপুরের একটি গেস্ট হাউস থেকে এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ আরও চারজনকে আটক করেছে এসটিএফ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরুলিয়ার জেলে বন্দি কুখ্যাত অপরাধী শেরুই পাটনার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চন্দনকে খুনের সুপারি দিয়েছিল। চন্দন ও শেরু দুজনেই একসময়ে বিহারের জেলে ছিল। সেখান থেকেই তাদের শত্রুতা শুরু, তাই চন্দনকে সরিয়ে দিতেই ছক কষেছিল শেরু। তবে গোটা ঘটনাই এখন তদন্তসাপেক্ষ।

প্রসঙ্গত, ১৭ জুলাই হাসপাতালে ঢুকে গুলি চালাতে দেখা যায় পাঁচজনকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দলের একেবারে প্রথমে ছিল শার্প শুটার তৌসিফ রাজা ওরফে বাদশা। তার পেছনে ছিল আরও চারজন। প্রথমেই তৌসিফকে পাকড়াও করে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে বাকিদের খোঁজে নিউ টাউনে সাপুরজির সুখবৃষ্টি আবাসনে হানা দেয় বিহার এসটিএফ। জানা যায়, প্রথমে এম ৭০ ব্লকের তিনতলায় দুজন ছিল। তাদের পাকড়াও করে জেরা করলে আরও দুজনের খোঁজ পায় বিহার এসটিএফ। এরপর এম ৭৩ ব্লকের পাঁচতলায় হানা দেন আধিকারিকরা। সেখান থেকে আরও ৩ জনকে আটক করা হয়। নিউ টাউন থেকে আটক করা ওই ৫ জনের সঙ্গে ঘটনার কোনও যোগসূত্র আছে কি না নিশ্চিত হতে চাইছেন এসটিএফ আধিকারিকরা। অভিষেক ও সেতু রাজ নামে দুই দুষ্কৃতী কমপক্ষে ছ'মাস আগে সুখবৃষ্টি আবাসনে ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে।

খিদিরপুর মোড়ে শনিবার একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্কে একুশে জুলাইয়ের শিবিরে উপস্থিত মন্ত্রী সুজিত বসু, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, উদয়ন গুহ, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং পার্থপ্রতিম রায়। শিবিরে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে তৃণমূলের মিছিল। রয়েছেন বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। শনিবার।

বিজেপির অত্যাচারের জবাব দেবে বাংলা

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাংলার কথা বললেই বিজেপি-শাসিত রাজ্যে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে অকারণে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে সেখানকার জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে, তাঁর দেখানো পথে প্রতিবাদে শামিল হলেন বালির মানুষ। শনিবার বিকেলে যুবনেতা কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে বালির তৃণমূল কর্মীরা মহামিছিল করলেন। বালিখাল থেকে শুরু হয়ে বাদামতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে এসে শেষ হয় বিশাল ওই মিছিল।

'বাংলা ও বাঙালির অবমাননা মানছি না, মানব না'। শনিবার বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের মহামিছিল, নেতৃত্বে কৈলাস মিশ্র

গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বালি কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর রিয়াজ আহমেদ, তফজিল আহমেদ, সুবীর রাউত সহ দলের আরও অনেকে। কৈলাস মিশ্র বলেন, বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শুরু হওয়া প্রতিবাদ-আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়বে সারা দেশে। তাঁকে আটকাতে পারবে না বিজেপি। ওদের এই ষড়যন্ত্রের জবাব দেবেন

মিছিলে ছিলেন বালি কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, হাওড়া সদর তৃণমূলের নেতা ভাস্কর মানুষ। উপচে পড়া এই মহামিছিল থেকে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশেরও প্রচার চালান তৃণমূল নেতৃত্ব।

নির্লজ্জ বিজেপি ফের বাংলাদেশে পুশব্যাক

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাইলেন সহায়তা

প্রতিবেদন : নির্দয়, নির্মম, নির্লজ্জ বিজেপি। নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। বিজেপি বাংলার মহিলাদের দিল্লি থেকে সোজা পাঠিয়ে দিল বাংলাদেশে! কেউ সন্তানসম্ভবা। কারও সঙ্গে সন্তান। এই অবস্থায় দিশাহারা মহিলারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইলেন দেশে ফেরার জন্য। বাংলাদেশ থেকে ভিডিও বার্তায় তুলে ধরলেন তাদের সহায়তার কথা। জানালেন মারধর করে তাঁদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কাহিনি। গুরগাঁও, নয়ডা থেকেও একাধিক পরিবারকে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। নাগরিক পরিচয়পত্র দেখানোর পরও তাঁরা হেনস্থার শিকার।

বিজেপির রাজ্যগুলিতে নির্যাতনের শিকার বীরভূমের মহিলারা। ভিডিও বার্তায় বীরভূমের মুরারই এলাকার বাসিন্দা সুইটি বিবি ও সোনালি খাতুনরা জানান, তাঁরা পরিবার-সহ দিল্লিতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে যায়। পরিচয়পত্র, মোবাইল কেড়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের অজ্ঞাত গ্রামে। সুইটি বিবির সঙ্গে রয়েছে দুই সন্তান। সোনালি খাতুন সন্তানসম্ভবা। তাঁদের ভিডিও তুলে ধরে সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেবেন— সবরকম উপায়ে সেটা নিন। কিন্তু প্রকৃত বাসিন্দাদের নথি না দেখে তাঁদের কেন দেশে অনুপ্রবেশকারী ধরে নেওয়া হচ্ছে। যদি অনুপ্রবেশ হয়, তবে কেন বিএসএফ-কে তার জন্য দায়ী করা হচ্ছে না। আপনার দল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে ধৃতরা সবাই মুসলিম ও রোহিঙ্গা। আপনি কী একবারও তাঁদের পরিচয় দেখার চেষ্টা করেছেন? বাঙালি হওয়ায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মুসলিম ছাড়াও হিন্দু, রাজবংশী বা মতুয়া সম্প্রদায়ের। তারাও কি রোহিঙ্গা? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিরীহ বাংলাভাষী ভারতীয়দের পক্ষে তৃণমূল লড়াই চালাচ্ছে। সেই লড়াই জয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা বিরোধীদের বাংলা থেকে বিতাড়ন করবে তৃণমূল।

এদিকে দিল্লির গুরগাঁওয়ে আটক উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়ার বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, বাংলাভাষী মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে। শুক্রবারও বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি থেকে বাঙালি মুসলমানদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। থানায় আটকে হেনস্থা করা হচ্ছে।

শর্তসাপেক্ষে জামিন

প্রতিবেদন : জোকা আইআইএমে ধর্ষণের ঘটনায় শর্তসাপেক্ষে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করল আলিপুর আদালত। শনিবার অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারক জানান, ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। অভিযুক্তকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে, রাজ্য ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না, তদন্তকারী অফিসার তলব করলেই হাজিরা দিতে হবে।

রাজ্য

20 July, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাকদ্বীপের বাপুজি পঞ্চায়েতে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। নেতৃত্বে বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র যুব তৃণমূলের ডাকে সাইকেল মিছিল। নেতৃত্বে মন্ত্রী পুলক রায়।

■ মগরাহাট ধনকার বাজারে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত বিধায়ক নমিতা সাহা, মগরাহাট ব্লক ২ সভাপতি সেলিম লস্কর, জেলা পরিষদ সদস্য অনুপকুমার বৈরাগী।

■ হাড়োয়ায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলাম-সহ অন্যরা। লিটন জানান, একুশে জুলাই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা থেকে রেকর্ড সংখ্যক প্রায় ৬০ হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ধর্মতলায় যাবেন। ১৯৮৬টি ছোট গাড়ি ও ৭২৩টি বাস ছাড়াও ট্রেনে ১০ হাজারের বেশি মানুষ ধর্মতলা যাবেন সোমবার।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রচারে আমতা কেন্দ্র মহিলা তৃণমূলের প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস। একুশে জুলাইকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শনিবার সিঙ্গুরে হুগলি জেলার স্বাস্থ্য স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হয়ে গেল বৃক্ষরোপণ। সেদিনের ১৩ জন শহিদের স্মৃতিতে ১৩টি গাছ লাগিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না-সহ অন্যরা। সিঙ্গুর কৃষি খামারে আম-সহ বিভিন্ন গাছের চারা বসিয়ে শহিদদের স্মৃতিচারণা করা হয়।

পরিবেশ রক্ষায় বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য প্রশাসন

বালি খাদান পরিদর্শনে পেশাদার সংস্থা

প্রতিবেদন : পরিবেশগত দায়বদ্ধতা বজায় রেখে বালি তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বালি খাদানে পরিবেশ ও আইনি মানদণ্ড মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এবার পেশাদার সংস্থাগুলিকে নিযুক্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য নিগম লিমিটেড ডব্লুবিএমডিটিসিএল-এর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজে উপযুক্ত সংস্থাগুলির প্যানেল তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই আগ্রহপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

২০২১ সালের নতুন বালি খাদান নীতিমালার আওতায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে বালি উত্তোলন করা ও বেআইনি খাদান কার্যকলাপ বন্ধ করা এই নীতির মূল লক্ষ্য। বাড়তি নজরদারি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে।

শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দফতরের অধীনস্থ ডব্লুবিএমডিটিসিএল রাজ্যের বালি খাদান সংক্রান্ত প্রধান নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করে। তাদের দায়িত্ব হল—নির্দিষ্ট খাদানগুলিতে সমস্ত খনন কার্যক্রম আইনি অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্র মেনে হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা। এই অনুমোদনের মধ্যে রয়েছে খনন পরিকল্পনা, পরিবেশগত ছাড় (ইসি), স্থাপন অনুমতি (সিটিই) ও পরিচালনার অনুমতি (সিটিও) ইত্যাদি।

নোডাল সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলি মাটির স্তরে নেমে প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করবে এবং তা থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। এই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে—পরিবেশ ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্ত মানা হয়েছে কি না, নদীতীর ক্ষয়, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, যান চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, বালি পুনঃভরণ হার পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য। কোথাও অসামঞ্জস্য ধরা পড়লে, তা চিহ্নিত করে পরিবেশ ও আইনি দিক থেকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সংশোধনমূলক সুপারিশও করতে হবে।

বালি খাদান পরিদর্শনের কাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরিদর্শনের জন্য সময়সীমা ও দায়িত্ব বণ্টন ডব্লুবিএমডিটিসিএল এবং নিযুক্ত সংস্থাগুলির যৌথ আলোচনায় স্থির হবে।

এই ব্যবস্থা আগামী তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে এবং প্রয়োজনে সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে বলে শর্তে জানানো হয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বালি খাদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আরও মজবুত হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে, তেমনই পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য অপরিহার্য কাঁচামাল সরবরাহও সুনিশ্চিত হবে। রাজ্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সন্দেশখালিতে ৯ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : সন্দেশখালির ধামাখালি ফেরিঘাট সংলগ্ন একটি গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকার জাল নোট। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে জীবনতলার বাসিন্দা সিরাজউদ্দিন মোল্লা ও মহেশতলার দেবব্রত চক্রবর্তীকে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক দোকানে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে জাল নোট ব্যবহার করলে দোকানদার সন্দেহ করেন এবং পুলিশে খবর দেন। ধৃতদের কাছ থেকে নেপালি মুদ্রা, পাঞ্চিং মেশিন এবং কিছু আসল টাকা উদ্ধার হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধৃত সিরাজউদ্দিনের কাছ থেকে দুটি আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। তদন্তকারীদের অনুমান, একটি বৃহৎ জাল নোট চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধৃতরা এবং তাদের মাধ্যমে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এই চক্রের শাখা। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় পুলিশের সন্দেহ, ধৃতদের পরিকল্পনায় পালানোর ছকও থাকতে পারে। ধৃতদের শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হবে সিআইডির হাতে। সেইমতো পাঁচ সদস্যের সিআইডির একটি দল শনিবার সন্দেশখালি থানায় আসে।

■ শনিবার পুলিশ হেফাজতে ধৃতরা।

ফের বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ বুধবার থেকেই বাড়বে বৃষ্টি

প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। এরফলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। নিম্নচাপ বৃহস্পতিবার তৈরি হলেও বুধবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে। কিন্তু জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়বে। অপরদিকে, আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। রোদ উঠলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৭৬-১০০ শতাংশের মধ্যে। এদিনও কলকাতায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে।

পুজোর পরেই গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

সংবাদদাতা, হাওড়া : দুর্গাপুজোর পরেই দুটি বাঘ আসছে গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রের মিনি জু-তে। শনিবার বন বিভাগ ও হাওড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে শ্যামপুরের গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রে বনমহোৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে শ্যামপুর-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বেলাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিদ্দে পাড়া থেকে থেকে গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র পর্যন্ত একটি পদযাত্রা হয়। পর্যটন কেন্দ্রে চারা গাছ রোপণ করেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়। পুলক রায় বলেন, দুর্গাপুজোর আগে গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় লেপার্ড, হায়না, ইয়েলো অ্যানাকোন্ডা ইত্যাদি চলে আসছে। পুজোর পরেই দুটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। সেই কাজ শেষ হলেই বাঘ আনা হবে। ১৪ বছর আগে এখানে শুধু হরিণ থাকত। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এখানে মিনি জু তৈরি করা হয়। আলিপুর, দার্জিলিংয়ের পর এটি রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম চিড়িয়াখানা। বর্তমানে এখানে শতাধিক হরিণ আছে। এছাড়াও নতুন করে আনা হয়েছে কাঁকড় হরিণ। হরিণ ছাড়াও এই চিড়িয়াখানায় রয়েছে কুমির, রক পাইথন, পাইথন, সজারু, স্থল ও জলের কাছিম, বাঘরোল, ময়ূর, বন্ধি, ভাম্বা, লাভবার্ড, কাকাতুয়া, ম্যাকাও, এমু, সারস, সিলভার ফেজান্ট, ইগুয়ানা সহ অসংখ্য পশু-পাখি। পশু-পাখিদের থাকার জন্য এখানে ২৪টি এনক্লোজার করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদেশ বসু, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া সহ আরও অনেকে।

■ গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক বিদেশ বসু-সহ অন্যরা। শনিবার।

জলপাইগুড়িতে জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত পাঁচজন। জেলা স্বাস্থ্য দফতর বিন্নাগুড়ি, মাল, নাগরাকাটা, মেটেলি, বানারহাটে মশা নিয়ন্ত্রণে ফগিং, লার্ভিসাইড স্প্রে, জলাজমি পরিষ্কার ও প্রচার করছে

উত্তর থেকে শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতার পথে দলে দলে তৃণমূল কর্মীরা

■ ডুয়ার্সের কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী হাসিমারা ও হ্যামিল্টনগঞ্জ থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা রওনা হলেন। ছিলেন শ্রমিক নেতা বীরেন্দ্র ওরাওঁ, আনন্দ চন্দ, কৈলাশ বিশ্বকর্মা, মহাদেব ওরাওঁ, কৈলাশ ছেত্রী প্রমুখ।

■ মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর, সামসি, পুরাতন মালদহ, মালদহ টাউন স্টেশনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ভিড় জমান। জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সূচনা করেন।

■ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ২ ব্লক আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে রওনা হলেন কর্মী-সমর্থকেরা। কিসানগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরেন তাঁরা। শুভেচ্ছা জানাতে ছিলেন শরাফত আলি, আবদুল সামাদ কাশ্মি, শামসুল হক।

সোনাচুরির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সোনাচুরির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা। নকশালবাড়ির দাপুটে বিজেপি নেতা শ্যামল রায়কে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে গত ৩১ জুলাই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার মিলনমোড় এলাকার রিনা শর্মা নামে এক মহিলার বাড়ি থেকে ৩০ হাজার টাকা নগদ ও ছয় থেকে সাত গ্রাম সোনা নিয়ে চম্পট দেয় ওই ব্যক্তি। থানায় লিখিত অভিযোগ করেন রিনা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে নেশায় আসক্ত ওই যুবক। বেশ কিছুদিন ধরে রেহ্যাব সেন্টারে ভর্তি ছিল। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে চুরি করতে থাকে। তাকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৩১ তারিখ রাতে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আত্মীয় রিনার বাড়িতে চুরির ঘটনা করে সে। এরপরে বিজেপির দাপুটে নেতা শ্যামলের কাছে বিক্রি করে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পায়। গোটা ঘটনা পুলিশকে জানানোর পরেই শনিবার ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালতে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরস্কৃত মহরম দল

সংবাদদাতা, ইটাহার : মহরম দলগুলোকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হলো ইটাহারে। এদিন ইটাহারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইটাহার ব্লকের ৯৮টি মহরম দলকে বিধায়ক ব্যক্তিগত আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

বর্ণময় অনুষ্ঠানে পালিত রায়গঞ্জ পুরসভা ৭৫ বর্ষে

■ রায়গঞ্জ পুরসভার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

সংবাদদাতা রায়গঞ্জ : ১৯৫১ সালের ১৯ জুলাই পথ চলা শুরু করেছিল রায়গঞ্জ পুরসভা। শনিবার তার ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রায়গঞ্জ শহরে আশা টকিজ মোড়ে রায়গঞ্জ পুরসভা প্রতিষ্ঠিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশ হয়ে রায়গঞ্জ পুরসভা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা সুসজ্জিত প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ট্যাবলো ও ফেস্টুন হাতে পা মেলান বিশিষ্টজনেরা। নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবার অঙ্গীকার নিয়ে ৭৫ বছর পূর্ণ করল এই প্রতিষ্ঠান। পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী পুরসভার ৭৫তম বর্ষপূর্তির আয়োজন হয় এদিন। ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যানী, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, ইসলামপুর পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, কালিয়াগঞ্জ পুরপ্রধান চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা, অরিন্দম সরকার, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুশীল গোস্বামী প্রমুখ। পুরসভা প্রাঙ্গণে বেশ কিছু চারাগাছ রোপণ করা হয়। পুরসভা প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা লগ্নের নথিযুক্ত শংসাপত্রের নবনির্মিত স্মৃতিফলক উন্মোচন করা হয়। পুরসভার বর্তমান কো-অর্ডিনেটর এবং পুরনো দিনের বেশ কিছু প্রাক্তন কাউন্সিলার সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কাটা হয় কেক। পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস জানান, এক বছর ধাপে ধাপে অনুষ্ঠান চলবে শহরে। প্রতি মাসের ১৯ তারিখ বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান করা হবে।

রায়গঞ্জ দিয়ে যাতায়াত-করা দুজোড়া ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি

■ রায়গঞ্জে ট্রেন বাতিল হওয়ায় ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ফের রেলযাত্রায় অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীরা। শনিবার সাময়িকভাবে বাতিল করা হয় রায়গঞ্জের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী দুজোড়া ট্রেন। ফলে ভোগান্তির মুখে যাত্রীরা। রেল সূত্রের খবর, আলুয়াবাড়ি রোড থেকে পাঞ্জিপাড়া স্টেশন পর্যন্ত অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালের কাজের কারণে রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি রুটে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডিএমইউ আপ ও ডাউন এবং রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আপ ও ডাউন বাতিল করা হয়েছে। ৭৫৭০৭ রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়ি ডিএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ২০ ও ২১ জুলাই। ৭৫৭০৮ শিলিগুড়ি থেকে রাধিকাপুর আপ ডিএমইউ প্যাসেঞ্জার বাতিল হয়েছে ১৯ ও ২০ জুলাই। পাশাপাশি, ৭৫৭০৬/৭৫৭০৫ আপ এবং ডাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে ২০ এবং ২১ জুলাই। রায়গঞ্জ থেকে ট্রেনের যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা তেমন নেই। তার উপর শিলিগুড়ি যাওয়ার দুটো ট্রেনই বন্ধ থাকলে বাসের ওপরই নির্ভর করতে হবে যাত্রীদের।

মালবাজার থানায় খোলা হল সাইবার সেল

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

তৃণমূল সরকার জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থার দিকে আরও এক ধাপ এগোল। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমাবাসীর জন্য সুখবর। সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় এবার থেকে আর ছুটতে হবে না জলপাইগুড়ি শহরে। জনগণের সুবিধার্থে মালবাজার থানাচত্বরে চালু হলো পূর্ণাঙ্গ সাইবার সেল। শনিবার বিকেলে এই সেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার খাণ্ডবহালে উমেশ গণপত। ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ, মালবাজার থানার আইসি সৌমাজিৎ মল্লিক, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা ও নাগরাকাটা

থানার আইসি কৌশিক কর্মকার। এই সাইবার সেলে মালবাজার মহকুমার অধীন চারটি থানার সমস্ত সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করা যাবে। অনলাইন প্রতারণা, ডিজিটাল জালিয়াতি, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, সোশ্যাল মিডিয়া হয়রানির মতো অপরাধ এখন থেকে স্থানীয় স্তরে দ্রুত তদন্তের আওতায় আসবে। সেলের দায়িত্বে আছেন এসআই গোলাম রসুল। একইসঙ্গে এদিন পুলিশ সুপার মালবাজার থানা প্রাঙ্গণে একটি পুলিশ ক্যান্টিনেরও উদ্বোধন করেন। জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জননিরাপত্তা ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক সেবায় যে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই সাইবার সেল তারই উদাহরণ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডুয়ার্সে যেভাবে সাইবার অপরাধ বাড়ছে, তাতে এই সেল সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করবে এবং দ্রুত বিচার পেতে সাহায্য করবে।

গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, দ্রুত পদক্ষেপ প্রশাসনের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল ডামডিমের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। শুক্রবার গভীর রাতে ডামডিম নিচুবাজার এলাকার একটি পুরনো বটগাছের ভারী ডাল ভেঙে পড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওপর। এতে সেন্টারের রান্নাঘর সম্পূর্ণ ভেঙে যায় এবং একটি ক্লাসঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রের কর্মী সঙ্গীতা মিত্র জানান, রান্নাঘর পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে, ক্লাসঘরও এখন ব্যবহারযোগ্য নয়। ভাগ্য ভাল, ঘটনাটি রাতে ঘটেছে, দিনে ঘটলে শিশুরা বড় বিপদে পড়ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

আমার বাংলা

20 July, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

সব আসনে প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি

বিনা লড়াইয়ে সমবায়ে জয়ী তৃণমূল

মহিষাদল

সংবাদদাতা, মহিষাদল : বিজেপির পঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় ভোটে প্রার্থীই খুঁজে পেল না তাদের দল। ফলত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তেঁতুলবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল। এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয় কয়েক মাস আগে। ভোট ঘোষণা হতেই মাঠে নেমে পড়ে তৃণমূল। আগামী ৯ আগস্ট ছিল সমবায়ের ভোটের নির্দিষ্ট দিন। ভোট হওয়ার আগেই মনোনয়নপর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে বোর্ড গঠনের পথ প্রশস্ত করেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। শনিবার জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুদর্শন মাইতি, বেতকুণ্ড অঞ্চল সভাপতি শেখ নিজামুদ্দিন-সহ অন্যরা। জানা গিয়েছে, এই সমবায়ের মোট আসন ৫২টির মধ্যে মনোনয়ন পর্বে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে ৪২ আসনে। ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়েই এই সমবায়ে বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল। বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে দেখা যায় বিজেপি কেবলমাত্র দশটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। শনিবার তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায় ৫২টি আসনের মধ্যে ৪২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। বাকি দশটি আসন গেছে বিজেপির ঝুলিতে। সমবায়ের বিদায়ী বোর্ডের প্যানেল চেয়ারম্যান সুদীপ্ত আগুয়ান জানান, গত পাঁচ বছরে এলাকার সমবায়ী মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাল কাজ করা হয়েছে। তাতে মানুষ এক প্রকার সন্তুষ্ট প্রমাণিত হল। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের হাতেই ছিল। এটি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই বেতকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। তবে ওই পঞ্চায়েত প্রধান প্রায় এক বছর আগে তৃণমূলে যোগ দেন। এরই মাঝে সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে শাসক শিবির। স্থানীয় বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, মোদি-শাহরা যতই এ রাজ্যে এসে হাওয়া তোলার চেষ্টা করুক, ২৬-এর নির্বাচনের লক্ষণ আমরা আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি। যত সমবায় নির্বাচন হচ্ছে সবেতেই বিজেপি ধরাশায়ী হচ্ছে। বেতকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির মনোনয়ন করার মতোই শক্তি নেই। আমি ওই এলাকার সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা দিচ্ছেন যুব তৃণমূল নেতারা। শনিবার।

নন্দীগ্রামে একুশের প্রস্তুতিসভায় তৃণমূলে যোগ বিজেপি নেতাদের

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামের মাটিতে ঘটল বিজেপির বিপর্যয়। শনিবার নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বিরুলিয়া এলাকায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ১০ জন নেতা-কর্মী। যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কাছে বাড়তি অক্সিজেন বলে মনে করছেন দলের নেতারা। শনিবার সকালে নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভার আয়োজন হয়। ছিলেন তমলুক সংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দে, প্রাক্তন যুব সভাপতি শেখ আজগর আলি, নন্দীগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল জানা-সহ অন্যরা। তাঁদের হাত ধরেই তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন এই ১০ জন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির ওই এলাকার নেতা মানিক বারিক, জগন্নাথ মাইতি ও সুকৃতী মাইতি প্রমুখ। নবাগতরা জানান, মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে তৃণমূল পরিবারে এলাম। জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দে বলেন, মানুষের জন্য কাজ করতে হলে তৃণমূলের বিকল্প নেই। তাই ভোট যতই এগিয়ে আসছে মানুষ তৃণমূলকেই সঙ্গ দিচ্ছে।

সোনামুখীতে একুশের মহামিছিল পথসভায় উপচে পড়া জনজোয়ার

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : একুশে জুলাই তৃণমূলকর্মীদের কাছে একটি আবেগ। আর সেই আবেগকে সামনে রেখে বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখীতে হল তৃণমূলের মহামিছিল ও পথসভা। সোনামুখী ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে মিছিলে প্রায় ছয় হাজার কর্মী-সমর্থক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দলের মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলটি হাসপাতাল মোড় থেকে শুরু হয়ে সোনামুখী রথতলায় শেষ হয়। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য পেশ করেন দলের নেতৃত্ব। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে একুশের এই মিছিল দলীয় কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, ওন্দার প্রাক্তন বিধায়ক অরূপকুমার খাঁ, ধানশিমলার পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ মণ্ডল ছাড়াও দিব্যেন্দু সেন, প্রবাল মুখোপাধ্যায়, সজল সাহা, কদম লোহার-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। সোনামুখী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দিব্যেন্দু সেন বলেন, একুশে দলীয় কর্মীদের কাছে আগ-তিতিক্ষা। সোনামুখী ব্লকের কর্মীসমর্থকেরা দলে দলে একুশের ধর্মতলা সমাবেশ ভরিয়ে দেবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের একুশের প্রস্তুতিসভা তমলুকে

সংবাদদাতা, তমলুক : একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা হল তমলুকের নিমতৌড়িতে। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের তমলুক সংগঠনিক জেলার তরফে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র ও তিলক চক্রবর্তী ছাড়াও জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, রাজ্য তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর কুণ্ডু, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, সংগঠনের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুমন সাঁতরা-সহ অন্যরা। সভায় কয়েকশো শিক্ষক-নেতা উপস্থিত ছিলেন।

একুশের মহামিছিলে বিধায়ক

পটাশপুর ১ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে একুশের মহামিছিলে পা মেলালেন পটাশপুরের মানুষ। নেতৃত্ব দেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক উত্তম বারিক। ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, পটাশপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয়কুমার পট্টনায়ক-সহ ব্লকের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

দুর্গাপুরের বনমহোৎসবে মন্ত্রী

১৪ থেকে ২০ জুলাই বনমহোৎসব সপ্তাহের বার্তা ছিল একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক দফতর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে গাছ লাগান মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, আড্ডার চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসক ও কমিশনার, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান এবং বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুর্গাপুরের বনাধিকারিক-সহ স্কুলপড়ুয়ারা।

বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রচারে সাইকেলে ধর্মতলা

বাঁকুড়ায় সাইকেল যাত্রা সূচনায় অসীমবাবু।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহিদ সমাবেশের ডাকে প্রতিবারই সাড়া দিয়ে সেখানে পৌঁছে যান ইন্দপুর ব্লকের বগা গ্রামের প্রাথমিকের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অসীমকুমার মরদানা। বর্তমানে তিনি ইন্দপুরের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তৃণমূল নেতা হলেও এলাকার মানুষ তাঁকে চেনেন মাস্টারমশাই নামে। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই সক্রিয় কর্মী ৬৩ বছরের অসীমবাবু। তবে প্রতিবারই একুশে জুলাই ধর্মতলায় যান দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বাসে বা কোনও ছোট গাড়িতে। কিন্তু এবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলেছে, তাই তিনি বেছে নিয়েছেন নিজের প্রিয় সাইকেলটিকে। সাইকেলে ধর্মতলা যাওয়ার কথা ভাবামাত্র দলীয় নেতৃত্বকে জানাতেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা। সাইকেলের সামনে ঝোলানো ধর্মতলা চলোর ডাক দিয়ে বোর্ড। পেছনের ক্যারিয়ারে দলীয় পতাকা, দরকারি সামগ্রীর রাখার সামান্য একটা ব্যাগ। এই নিয়েই তিনি রওনা দিয়েছেন দীর্ঘ ২৫১ কিলোমিটার রাস্তা। ইন্দপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয় থেকে শনিবার তাঁর যাত্রা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি-সহ নেতৃত্ব। তাঁর এই সাইকেল যাত্রার বিশেষ উদ্দেশ্য হল, একদিকে যাত্রাপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা, অন্যদিকে বিজেপি-শাসিত ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার ও বিদ্বেষের প্রতিবাদ জানানো। বাঁকুড়ার পুয়াবাগান, ধলডাঙা, ওন্দা, রামসাগর, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর হুগলির আরামবাগ, ডানকুনি বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে ধর্মতলা পৌঁছবেন আজ, রবিবার। যাত্রাপথে পা থামলেই চলবে তাঁর মুখ। যেখানে রাত্রিযাপন করবেন সেখানেও তিনি মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্নানে নেমে পুকুরে তলিয়ে মৃত্যু হল বেলদা থানার কোলাবানি গ্রামের পার্থ বিশ্বাসের (৩১)। আইসক্রিম বিক্রির দোকানের কর্মী পার্থ শুক্রবার গভীররাতে মদ্যপান করে কলেজ পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান। অন্য কর্মীরা খুঁজে না পেয়ে পুলিশে খবর দিলে শনিবার দুপুরে জালে ওঠে মৃতদেহ

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, ঘাটাল : টানা বৃষ্টিতে উদ্ভূত প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রশাসন কর্তাদের নিয়ে শনিবার জরুরি বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। ছিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, মহকুমা সেচ আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল, জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ আশীষ হুদাইত, পুরপ্রধান তুহিনকান্তি বেরা-সহ প্রশাসন কর্তারা। বৈঠক শেষে সেচমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘাটালের পরিস্থিতি নিয়ে মিনিট টু মিনিট, ডে টু ডে নজর রাখতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দুর্গত কোনও মানুষ যেন অবহেলিত না হন। উদ্ধারকাজ থেকে চিকিৎসা পরিষেবা, ত্রাণ, রান্না করা খাবার, পশু চিকিৎসা, তাদের খাবার-সহ সবরকম সরকারি পরিষেবা দেওয়া চলছে। নদীর জলস্তর কমছে। প্লাবিত এলাকা থেকে ধীরগতিতে জল নামছে। কিন্তু এখনই সব ঠিক হয়ে গেছে ভাবার কারণ নেই। আবার বৃষ্টি হলে এবং ডিভিসি জল ছাড়লে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো প্রশাসনের সব দফতর কাজ করে চলেছে বলে জানান মন্ত্রী। ঘাটালের প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির একটি পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে। জানা যায়, চন্দ্রকোণা ১, চন্দ্রকোণা ২, ঘাটাল ব্লকের ১০ গ্রাম পঞ্চায়েত, দাসপুর ১ ব্লকের ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, ঘাটাল পুরসভার ১২টি ওয়ার্ড, ক্ষীরপাই পুরসভার কিছুটা অংশ, খড়ার পুরসভার ৩টি ওয়ার্ড প্লাবিত হয়েছে। ৩২৭টি গ্রাম জলমগ্ন হয়। জলবন্দি ছিলেন ১,২৮,৬৫৩ জন। ৩৩৪ হেক্টর জমির পাট, ৯০ হেক্টর জমির সবজি, ৫৭ হেক্টর জমির আমন ধানের বীজ নষ্ট হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৮টি বাড়ি। ৩৩টি রিলিফ ক্যাম্প চালু আছে। কমিউনিটি কিচেন চলছে ৩৩টি। ২৬৫৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২২টি নৌকা, উদ্ধারকারী বোট রয়েছে ৮টি। ৫৬টি মেডিক্যাল টিম প্লাবিত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। আশাকর্মীরা ডিঙি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে। প্রাণিসম্পদ ক্যাম্প হয়েছে ১১৪টি। ত্রিপল বিলি হয়েছে ৩০৫০০টি। জামাকাপড় বিলি হয়েছে ২৫২৫০টি। ৫৮ মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। ২৪৫ জন গর্ভবতী মহিলা সবাই সুস্থ আছেন। বর্তমানে শিলাবতী, কেঠিয়া, রূপনারায়ণ, ও কংসাবতীতে জলস্তর ধীরে ধীরে কমছে। প্রশাসনের কন্ট্রোল রুম চালু আছে।

ঘাটাল

■ প্রশাসন কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। শনিবার এসডিও অফিসে।

একুশের সভা করে ফেরার পথে খুন তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, বীরভূম : এলাকার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একুশের জুলাই দলের ধর্মতলা চলো সমাবেশের সমর্থনে সভা করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল বীরভূমের মল্লারপুর থানার বিষিয়াগ্রামের তৃণমূল নেতা বাইতুল্লা শেখের। তিনি ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ। এই খুনের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শনিবার সন্ধ্যায়। ইতিমধ্যে খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় একুশের জুলাইয়ের সভা করে বাইতুল্লা শেখ যখন তাঁর মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তাঁকে লক্ষ্য করে তিনটি বোমা ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ডাকাতির আগেই জালে ঝাড়খণ্ডের দুই দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, সিউড়ি : কাঁকরতলা থানার ওসির তৎপরতায় বড়সড় ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা পেলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঝাড়খণ্ড থেকে বীরভূমে ডাকাতি করতে এসে কাকরতলা থানার হাতে ধরা পড়ে গেল দুই দুষ্কৃতী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় গ্যাস সিলিন্ডার, লোহার দরজা কাটার একাধিক সামগ্রী, একটি হাঁসুয়া-সহ অন্যান্য সামগ্রী। জিজ্ঞাসাবাদে দুই অপরাধী রাহুল বাউরি ও আশিক আনসারি স্বীকার করে খয়রাশোল এবং দুবরাজপুর এলাকায় রাস্তার দোকানের শাটার ভেঙে ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। এরা একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানে চারটে বড় গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এসেছিল। বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, বীরভূম-ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী থানাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনওভাবেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে অপরাধীরা বীরভূমকে করিডর করে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

পরিদর্শনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশাসনের নির্দেশে বাঁধ সংস্কারে নামল সেচ দফতর

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : পরিদর্শনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করে দিল সেচ দফতর। শনিবার থেকে আউশগ্রামের ভেদিয়ার সাঁতলা গ্রামে অজয়ের বাঁধের উপরে থাকা গর্ত বোজানো শুরু করেছে সেচ দফতর। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, বাঁধে গর্ত বোজানোর সঙ্গে বাঁধ রক্ষার কাজ সামনের সপ্তাহে শুরু হবে। সেচ দফতরকে বাঁধের স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আউশগ্রামের ভেদিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১০ কিলোমিটার বাঁধ পরিদর্শন করেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সায়ক দাস। সাঁতলা ও বেঁধলা গ্রামে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ২০২১ সালে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। পরে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধটিকে কোনওরকমে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু সেভাবে সংস্কার হয়নি। জমিতে বালি পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়েছিল। বাড়িরও ক্ষতি হয়। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতেও বাঁধে ধস নামে। অনেকের বাড়িরও ক্ষতি হয়েছে। এদিন সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন জেলাশাসক। ওই বৈঠকে এসডিও (বর্ধমান উত্তর) তীর্থঙ্কর বিশ্বাসকে জেলাশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। সেইমতো পরিবারগুলিকে ত্রাণ পৌঁছে দেন বিডিও। জেলার প্রকল্প আধিকারিক ও বিডিওকে ওই এলাকায় পাঠিয়ে গ্রামগুলির কী অবস্থা সরজমিন দেখে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। বৈঠকে সেচ দফতরের কর্তারা জানান, বাঁধের হাল ভাল নয়। নানা জায়গায় গর্ত হয়ে রয়েছে। জল ঢুকলে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাঁধরক্ষায় কিছু করার প্রয়োজনও আছে। জেলাশাসক তাঁদের জানান, জরুরি ভিত্তিতে শনিবার থেকেই গর্ত বোজানোর কাজ করা দরকার। সেইমতো এদিন দুপুর থেকে বাঁধের গর্ত বোজাতে শুরু করে সেচ দফতর।

■ বাঁধের হাল দেখতে জেলাশাসক এবং এসপি।

পূর্ব বর্ধমান

রাস্তা-ভোগান্তি, রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তৃণমূলের

■ ছাতনা স্টেশন চত্বরে তৃণমূলের বিক্ষোভ।

সংবাদদাতা, ছাতনা : স্টেশনে যাওয়ার রেলের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। অবিলম্বে তা সারাইয়ের দাবিতে শনিবার সকালে ছাতনা স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ জানান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ছাতনা স্টেশন যাওয়ার পথটি রেলের অন্তর্ভুক্ত। যা দীর্ঘকাল বেহাল হয়ে আছে। বর্ষায় আরও ভয়ংকর আকার নিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এছাড়াও স্টেশনে মহিলা যাত্রীদের জন্য শৌচালয়টি বন্ধই থাকে। ব্যবহার করাই যায় না। ফলে যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হন। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে সতর্ক করে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিষপান-কাণ্ডে সাসপেন্ড হলেন চার পুলিশকর্মী

সংবাদদাতা, তমলুক : পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন এক যুবকের বিষপান-কাণ্ডে ৪ পুলিশকে সাসপেন্ড করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। তদন্তকারী অফিসার অরুণাংশু বর, ডিউটি অফিসার দেশবন্ধু বাগ, সেন্ট্রি শ্রীকান্ত জানা এবং কনস্টেবল মোহিতকুমার সিংকে সাসপেন্ড করেছে জেলা পুলিশ। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য এই সাসপেন্ড বলে জেলা পুলিশের দাবি। মছলন্দপুর গ্রামে বধূহত্যার অভিযোগে গ্রেফতার আমজাদ শা মহিষাদল থানায় পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন বিষাক্ত তরল পান করেন বলে অভিযোগ।

বাঁকুড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ফের জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বাঁকুড়া ১ ব্লকের পাতাকোলায়। মৃতের নাম সমীরণ মাজি। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সমীরণ মাজি অন্যান্য দিনের মতো সকালেই কাজে বের হন। দীর্ঘক্ষণ পর খবর না পেয়ে তাঁর খোঁজ শুরু হতেই স্থানীয়রা দেখেন, পুকুরের জলে দেহ ভাসছে। খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

কন্যাশ্রীতে ভাল কাজে রাজ্যের পুরস্কার পূর্ব বর্ধমানকে

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাশ্রী প্রকল্পে ভাল কাজের জন্যে জেলাকে সম্মান জানাবে রাজ্যের নারী ও শিশুবিকাশ দফতর। কয়েক দিন আগে জেলাশাসক আয়েষা রানি এই মর্মে চিঠি দিয়ে এ কথা জানান ওই দফতরের সচিব। ১৪ অগাস্ট দুপুরে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

জেলাশাসক বলেন, এই সম্মানে আমরা গর্বিত। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ আসবে। জানা যায়, কন্যাশ্রী ১ ও ২ প্রকল্পে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান সামনের সারিতে রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে কন্যাশ্রী ক্লাব যেমন আছে, তেমনই ওই ক্লাবের সদস্যারা স্কুলছুট রোখা থেকে নাবালিকা বিয়ে আটকানোতেও অগ্রণী। এই কারণেই রাজ্য এই জেলাকে সম্মান দিতে চলেছে।

রুখে দাঁড়াবেন মানুষ

(প্রথম পাতার পর)

মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং অসমের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই। আমি প্রতিটি নির্ভীক মানুষের পাশে দাঁড়াই। যাঁরা নিজেদের ভাষার সম্মান, নিজেদের পরিচয় এবং প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন, তাঁদের পাশে রয়েছে বাংলা। তাঁদের জন্য এ লড়াই চলছে, চলবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
20 July, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

নাবালিকার যৌননিগ্রহে ২৫ বছরের কারাদণ্ড, দৃষ্টান্ত পুলিশি তৎপরতার

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার পানাশগুড়ি এলাকায় এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত খিরেন রায়কে ২৫ বছরের কঠোর কারাদণ্ড দিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত। এই মামলার রায় শিশুসুরক্ষায় রাজ্য সরকার ও জেলা পুলিশের কঠোর অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নজির হয়ে রইল। ২০২৩-এর ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায় টিভি অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার সময় পানাশগুড়ির কালীমন্দিরের পিছনে ওই নাবালিকাকে জোরপূর্বক নির্যাতন করে অভিযুক্ত খিরেন। ঘটনার পরদিন নির্যাতিতার বাবা রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজগঞ্জ থানার এসআই বিক্রেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। জেলা পুলিশ সুপার দ্রুত তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে পুলিশ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আদালতে চার্জশিট পেশ করে। তদন্তে নির্যাতিতার মেডিক্যাল রিপোর্ট, জবানবন্দি ও অন্য ফরেনসিক প্রমাণ অত্যন্ত যত্নসহকারে সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করা হয়। শুনানির পর পকসো আদালতের বিচারক অভিযুক্ত খিরেনকে ২৫ বছরের কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পাশাপাশি, এক লক্ষ টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়, অনাদায়ে দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও নির্যাতিতাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশও দেয়। পুলিশ সুপার খাণ্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, এই রায় আমাদের পুলিশের কঠোর পরিশ্রম ও শিশু সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির ফল। আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই— যে কোনও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় আমরা দ্রুত ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেব। অভিযুক্ত যতই প্রভাবশালী হোক, শাস্তি অবধারিত।

আদালতের পথে অভিযুক্ত খিরেন রায়।

চিতাবাঘের হানায় শিশুমৃত্যু পরিবারের পাশে বন দফতর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের আপার কলাবাড়ি চা-বাগানে তিন বছরের শিশু আয়ুব কালান্দির মৃত্যু হয় চিতাবাঘের হানায়। শুক্রবার রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনার পরই তৎপর বন দফতর। শনিবার আরও দুটি খাঁচা বসানো হয় আপার কলাবাড়ি এলাকায়। চিতাবাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বসানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। আগে পেতে-রাখা খাঁচাগুলির তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণও জোর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের সুরক্ষায় অতিরিক্ত বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সঙ্ঘর্ষ এড়াতে চা-বাগান এলাকায় চলছে সচেতনতা শিবির। শ্রমিকদের হাতে বিলি করা হয়েছে প্রচারপত্র। শিশুর মৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনা ঠেকাতে নিরলসভাবে কাজ করছে বন দফতর। বন দফতর মৃত শিশুর পরিবারের হাতে প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০ হাজার টাকা দিয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণ হরিশ্চন্দ্রপুরে

সংবাদদাতা, মালদহ : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হল পাঁচটি বোমাও। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগরের কুশল গ্রামে। পুলিশ গিয়ে পাঁচটি বোমা উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিজেপির মদতে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এই এলাকায় বিহারের দুষ্কৃতীদের আনাগোনা রয়েছে।

অপরাধ করার আগেই পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গুড়ং বস্তি এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জায়গায় জনাদশেক দুষ্কৃতী অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ছক কষছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাতেই সেখানে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানের আঁচ পেয়ে অধিকাংশ দুষ্কৃতী পালিয়ে গেলেও, পুলিশের জালে ধরা পড়ে তিনজন। ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ বর্মন, কমলেশ্বর বর্মন এবং বিজয় রায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের সরঞ্জাম। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর আগেই এই অভিযান চালানোয় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জল্পেশে শ্রাবণীমেলায় বিশেষ গুরুত্ব নিরাপত্তা, পরিকাঠামোয়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে শ্রাবণীমেলা ও পুজো। এই বিশাল ধর্মীয় ও সামাজিক আয়োজনে জনসমাগম সামলাতে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের সমন্বয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। শনিবার জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন অতিথিনিবাসে এক প্রশাসনিক বৈঠক হয়। ছিলেন জেলা পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা, ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন, মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। রাজ্য সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত উদ্যোগে প্রস্তুতির তৎপরতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেলা ও পুজোয় নিরাপত্তারক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশকর্মীরা এসে পৌঁছেছেন। মন্দিরচত্বর ও তিস্তাঘাটে বিশেষ নজরদারি থাকবে। মহিলা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, সিভিল ডিফেন্স এবং সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, জেলা পুলিশের তরফে এবছর নজরদারি আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে দশটি ইলেকট্রিক সাইকেল বরাদ্দ করা হয়েছে। যেখানে বড় গাড়ি ঢুকতে পারবে না, এই ই-বাইকের সাহায্যে পুলিশ টহলদারি চালাবে। মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানান, মন্দিরচত্বরে ৫০ জন ভলান্টিয়ার কাজ করবেন। এবার শুধু মন্দিরেই নয়, আশপাশের রাস্তাতেও সিসি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।

মন্দির-চত্বর ঘুরে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

বানারহাট হাইস্কুলে ১৩ গোখরোর বাচ্চা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : স্কুলচত্বর থেকে বিষধর গোখরো সাপের বাচ্চা উদ্ধারে দ্রুত পদক্ষেপ নিল বন দফতর। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট হাইস্কুলের সিঁড়ির নিচের ঘর থেকে ১৩টি গোখরো সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। এক স্কুলপড়ুয়া সিঁড়ির নিচের ঘরে একটি সাপের বাচ্চাকে নড়াচড়া করতে দেখে শিক্ষকদের জানায়। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়েই বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জের বনকর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে সিঁড়ির নিচের ঘরের মেঝে ভাঙতেই একে একে বেরিয়ে আসে বিষধর গোখরো সাপের বাচ্চারা। সন্ধে পর্যন্ত ১৩টি সাপের বাচ্চা উদ্ধার হয়। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া সাপগুলোকে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ওপর থেকে বোল্ডার পড়ে মৃত্যু হয় দুজনের। নিহত দুজন হলেন কার্শিয়াং সিগনাল চা-বাগানের বাসিন্দা রিচার্ড লেপচা ও তাঁর ছয় বছরের পুত্র। শনিবার বিডিও ও পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান বাড়ি গিয়ে রিচার্ডের স্ত্রীর হাতে রাজ্য সরকারের তরফে দু লাখ টাকার চেক তুলে দিলেন।

বিজেপির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে শনিবার ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা। উপস্থিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ও ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাপস মাইতি।

প্রায় দু'হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

বন্দে ভারতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল। দক্ষিণ রেলওয়ে চালু করেছে এক বিশেষ রিজার্ভেশন ফেসিলিটি। বন্দে ভারতে ওঠার মাত্র ১৫ মিনিট আগেই কাটা যাবে টিকিট

এ কোন দেশ! শ্রাবণ মাসে বিক্রি করা যাবে না মাংস

গাজিয়াবাদে হিন্দু রক্ষা দল বন্ধ করাল কেএফসি-র আউটলেট

প্রতিবেদন : শ্রাবণ মাসে মাংস বিক্রি করা যাবে না, এই দাবিতে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বসুন্ধরা এলাকায় কেএফসি ও নাজির ফুডস-এর আউটলেট জোর করে বন্ধ করে দিল হিন্দু রক্ষা দল। শুক্রবার ওই সংগঠনের সদস্যরা ওই দোকানে মিছিল নিয়ে হাজির হয়। এই ঘটনার একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে দোকানের ভেতরে ঢুকছে হিন্দু রক্ষা দলের সদস্যরা। দোকানের ভেতরে ঢুকে তারা দোকানের কর্মীদের হুমকির স্বরে জানায় শ্রাবণ মাসে মাংস বিক্রি করা যাবে না! শুধু তাই নয়, তারা জোর করে ওই দুটি দোকান বন্ধ করিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত, শ্রাবণ মাসে অনেকেই পেঁয়াজ, রসুন খান না। মাংস খান না। অনেকেই এই সময় উপোস করে থাকেন। হিন্দু ধর্মে এই মাস খুবই পবিত্র মাস হিসেবে ধরা হলেও মাংস বিক্রির উপর কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেই। তার পরেও হিন্দু রক্ষা দল রীতিমতো পুলিশের উপস্থিতিতে জোর করে বন্ধ করিয়ে দেয় দোকান। এই ঘটনার পর, সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এই ঘটনার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু রক্ষা দলের সদস্যরা হুমকির সুরে বলছে, এটা হিন্দুস্তান, এখানে হিন্দু যা চাইবে সেটাই হবে। ওই দলের এক সদস্যের মতে, এটা হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা। এখানে ধর্মীয় যাত্রা হয়। ওরা এখানে মাংস বিক্রি করছে! হিন্দুদের অনুভূতির প্রতি সম্মান না দেখালে প্রতিবাদ হবেই। হিন্দু রক্ষার বাহিনীর হুমকি, দোকান খুললে ফের বন্ধ করাব।

বিজেপির প্রশ্রয়ে দেশ এখন হিন্দুত্বের নামধারী কিছু দুষ্কৃতীদের হাতে চলে গিয়েছে। মানুষের খাওয়া-পরা যে একান্তই তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিষয়। তার উপর হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে বিজেপি রাজ্যগুলিতে। আসলে দেশের সংবিধানকেই ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় বিজেপি। বিজেপির আসলে শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনীতিতে হেরে এটাই এখন টিকে থাকার শেষ পথ মনে করছে।

গুজরাতের নায়রা এনার্জি ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার মুখে

প্রতিবেদন: ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) শুক্রবার রাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'সবচেয়ে শক্তিশালী' নিষেধাজ্ঞা পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে ভারতের রোসনেফট রিফাইনারি অপারেশনগুলিকে লক্ষ্য করা এবং তৃতীয় দেশগুলি থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে উৎপাদিত পরিশোধিত তেল আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ভারত জানিয়েছে যে তারা কোনও একতরফা নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপ সমর্থন করে না এবং একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসাবে তার আইনি বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২৭ সদস্য-বিশিষ্ট জোট ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এই নিষেধাজ্ঞায় সম্মত হয়েছে। এক বিবৃতিতে ইইউ-এর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কায়া ক্যালাস বলেছেন, সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞাগুলির উদ্দেশ্য রাশিয়ার তথাকথিত শ্যাডো ফ্লিটের জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করে এবং রুশ অপরিশোধিত তেলের মূল্যসীমা কমিয়ে মস্কোর রাজস্ব উৎস বন্ধ করা। ক্যালাস সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, প্রথমবারের মতো, আমরা একটি ফ্ল্যাগ রেজিস্ট্রি এবং ভারতের বৃহত্তম রোসনেফট রিফাইনারিকে চিহ্নিত করছি। ২০১৭ সালে রাশিয়ার তেল জায়ান্ট রোসনেফট ভারতের এসসার অয়েলকে (পরে নাম পরিবর্তন করে নায়রা এনার্জি) ১২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তিতে অধিগ্রহণ করে। রোসনেফটের ৪৯.১৩% অংশীদারিত্ব রয়েছে, একই পরিমাণ অংশীদারিত্ব কনসোর্টিয়াম এসপিভি কেসানি এন্টারপ্রাইজেস কোং লিমিটেডের এবং বাকিটা খুচরো বিনিয়োগকারীদের। গুজরাতের ভাদিনারে অবস্থিত নায়রা এনার্জির রিফাইনারি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এর পরিশোধিত ক্ষমতা প্রতি বছর ২০ মিলিয়ন টন। সংস্থাটি ভারত জুড়ে ৬,০০০-এরও বেশি জ্বালানি খুচরো আউটলেট পরিচালনা করে।

দুই সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলায় পাইলটরা

প্রতিবেদন: আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পিছনে পাইলটদের ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং সংবাদসংস্থা 'রয়টার্স'-এর প্রতিবেদনে। প্রমাণ ছাড়া এই রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে এই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পথে নামার ঘোষণা করেছে পাইলটদের সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস (এফআইপি)। তাদের দাবি, কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়া গত ১২ জুন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার জন্য পাইলটদের দায়ী করা হয়েছে। এজন্য আইনি নোটিশ পাঠিয়ে 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং 'রয়টার্স'কে ক্ষমা চাইতে বলেছে পাইলটদের সংগঠন। প্রসঙ্গত, আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার মূল্যায়ন এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করেছে তারা। অন্যদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ড্রিমলাইনারের দুই পাইলটের কথোপকথন ঘিরে নয়া বিতর্ক তৈরি হয় আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা ঘিরে। পাইলটদের কথোপকথনকে তুলে ধরে 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' দাবি করে, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিলেন উড়ানের পাইলটরাই। একই দাবি করে 'রয়টার্স'। প্রথমেই এই দাবি সমূলে খারিজ করে দেয় এএআইবি। তারা জানায় পাইলটের কারণেই বিমান দুর্ঘটনা, এই রকম তথ্য এখনও প্রমাণিত হয়নি। জানানো হয় যে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমান ভেঙে পড়ার কারণ সম্পর্কে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়নি তদন্তকারী সংস্থা। আর এবার 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং 'রয়টার্স'কে তাদের প্রতিবেদনের জন্য 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে ভর্ৎসনা করল পাইলটদের সংগঠনও। এফআইপি তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষ করে যখন তদন্ত এখনও চলছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এমন তথ্য ছড়ানো উচিত নয়। আইনি নোটিশে পাইলটদের সংগঠন জানিয়েছে, অনুমানের ভিত্তিতে গুরুতর বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ অপরাধ।

জ্বালিয়ে দেওয়া হল পুরীতে

(প্রথম পাতার পর)

করে তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছে, বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্য ওড়িশায় প্রকাশ্য রাস্তায় এক কিশোরীকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মেয়েটি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এটাই বিজেপি-শাসিত রাজ্যের বাস্তব চিত্র— যেখানে একটি মেয়েও নিরাপদ নয়। 'বেটি বাঁচাও' বলে যারা বুক ফুলিয়ে ভোট চায়, তাদের রাজ্যেই মহিলারা সুরক্ষিত নয়। এর বেলা জাতীয় মহিলা কমিশন চুপ। এই দ্বিচারিতার জবাব মানুষই দেবে!

১২ জুলাই বালেশ্বরের ফকির মোহন কলেজ ক্যাম্পাসে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বছর কুড়ির এক ছাত্রী। কলেজের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় হতাশ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন ওই ছাত্রী। অবশেষে ১৪ জুলাই রাতে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। তারপর প্রকাশ্য রাস্তায় নাবালিকাকে জ্বালিয়ে দেওয়া বিজেপি-রাজ্যে জঙ্গলরাজেরই আর এক উদাহরণ।

এসআইআর নিয়ে সোচ্চার

(প্রথম পাতার পর)

তরফে সোচ্চার হওয়ার পক্ষে সহমত হয়েছেন জোট শরিকরা। এছাড়াও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে মহিলা, শিশু ও দলিতদের ওপর আক্রমণ-নির্যাতন হচ্ছে এ-বিষয়েও সরকারকে চেপে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিন ভার্চুয়াল বৈঠক হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতৃত্ব মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন বলেই জানা গিয়েছে।

২৪টি দলের জোট শরিকদের এই বৈঠকে তিনি বলেন, গোয়েন্দা ব্যর্থতার জন্যই পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ঘটেছে। এর পরেও কেন গোয়েন্দা প্রধানের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হল? এর পিছনে কোন বাধ্যবাধকতা কাজ করেছে? পেগাসাস নিয়ে দেশে কম হইচই হয়নি। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পেগাসাস কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবহার করেছে বিরোধী দলগুলিকে হেনস্থা করার জন্য। অথচ যা ব্যবহার করা যেত জঙ্গি-দমনে। সাফ কথা অভিষেকের। গত ১০-১২ বছরে দেশে বিদেশনীতি তলানিতে ঠেকেছে। অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে বিদেশনীতি। অভিষেক প্রশ্ন তুলেছেন, পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনসের (এশিয়ান) তরফে একজনও পাকিস্তানের নাম করে পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় নিন্দায় সরব হলেন না। দেশের কী দুরবস্থা যে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেশবাসীকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমে!

যাতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষ তথ্য পেতে পারেন। অথচ যা দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। কিন্তু তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখেছেন। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদদের প্রতিনিধি দল পাঠালেন বিভিন্ন দেশে। এতে কোন ভাল কাজটা হয়েছে? কতগুলো দেশ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে? প্রশ্ন অভিষেকের। আমাদের দেশের জনগণকে এ বিষয়ে জানানোর বদলে সাংসদদের পাঠানো হয়েছে বাছাই করে বিদেশের মানুষকে জানানোর জন্য। মোদি সরকার ভারতবাসীকে অন্ধকারেই রেখেছে।

ডাক্তারি পড়ুয়াকে নির্যাতন

(প্রথম পাতার পর)

কারণ বাস্তবে বিজেপির শাসনাধীনে বিচারের বাণী সর্বদা নিভৃতেই কাঁদে। সেইসঙ্গে তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, মোদিজি আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। কারণ এইসব নির্যাতনকারীরা, একদিকে যেমন শিক্ষার ক্ষমতার ছায়ায় সুরক্ষিত, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাবের ঢাল নিয়ে অসহায় ছাত্রছাত্রীদের নিশানা করে। বিজেপির এই অপরাধ পোষণকারী সংস্কৃতিকে ধিক্কার!

গ্রেটার নয়ডা এলাকার শারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ার দেহ। মানসিক নির্যাতনের কারণেই আত্মহত্যা বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে রীতিমতো বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পড়ুয়ারা। হস্টেলের রুম থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে দু'জনের নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। গৌতম বুদ্ধ নগরের পার্ক পুলিশ স্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আত্মঘাতী পড়ুয়ার পরিবার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত দুই কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুইসাইড নোটে ছাত্রী লিখেছেন, আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, হেয় করা হয়েছে। ওদের জন্য আমাকে অনেকটা সময় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি চাই ওরাও সেই একই জিনিস ভোগ করুক। আমি ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমি এভাবে বেঁচে থাকতে পারছি না। পারব না আমি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে নীরব। অভিযুক্তদের আপাতত বরখাস্ত করা হয়েছে।

দেশ বিদেশ

20 July, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়াশিংটনে কয়েক সপ্তাহ আগের বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছিল। শনিবার কাতারের রাজধানী দোহায় আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করল মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক কঙ্গো (ডিআর কঙ্গো)-র সরকার এবং বিদ্রোহী এম২৩ বাহিনী

আবার উত্তেজনা ছড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে ৫ জেট ভূপতিত, বাণিজ্যেই মধ্যস্থতা : নতুন দাবি ট্রাম্পের

প্রতিবেদন: ফের নতুন দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অপারেশন সিঁদুর ও ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনার পরিস্থিতি নিয়ে এবার তাঁর দাবি, মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় ৪-৫টি জেট বিমান ভূপতিত হয়েছিল। আর এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প আবারও দাবি করেছেন যে তিনিই বাণিজ্যকে হাতিয়ার করে দুই পারমাণবিক ক্ষমতাধর দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছেন।

হোয়াইট হাউসে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে এক নৈশভোজে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। তবে এই কথা প্রসঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি যে ভূপতিত হওয়া জেটগুলি ভারত নাকি পাকিস্তানের ছিল। ট্রাম্প বলেন, আসলে, বিমানগুলি আকাশ থেকে গুলি করে নামানো হচ্ছিল। চার বা পাঁচটি হবে। তবে আমি মনে করি পাঁচটি জেটই আসলে গুলি করে নামানো হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ১০ মে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কয়েকদিন পর, এয়ার মার্শাল এ কে ভারতী বলেছিলেন যে ভারত অনেক উচ্চপ্রযুক্তির পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপতিত করেছে, তবে তিনিও কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। এরপর পাকিস্তান ভারতের এই দাবিকে অস্বীকার করে বলে, পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর (পিএএফ) মাত্র একটি বিমানের 'সামান্য ক্ষতি' হয়েছিল। পাকিস্তান দাবি করেছে যে তারা রাফাল-সহ ছ'টি ভারতীয় জেট বিমান ভূপতিত করেছে। এই বিষয়ে

ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান পাকিস্তানের দাবি প্রত্যাখ্যান করে সিঙ্গাপুরে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে জানান, পাক দাবি অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি জানান, সংঘাতের সময় অনির্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধবিমান ভূপতিত হয়েছিল। জেনারেল চৌহান বলেন, এই ক্ষয়ক্ষতিগুলি সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায়ে হয়েছিল, তবে সশস্ত্র বাহিনী দ্রুত তাদের ভুল সংশোধন করে পাকিস্তানকে আবার আঘাত করে। সিডিএস বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেট ভূপতিত হওয়া নয়, কেন তারা ভূপতিত হয়েছিল, কী ভুল হয়েছিল— সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এদিকে, আমেরিকায় রিপাবলিকানদের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প আবারও বলেছেন যে তাঁর প্রশাসন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বড় যুদ্ধ প্রতিরোধে সহায়তা করেছে। এর কৃতিত্ব দাবি করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন যে দুই দেশ 'বাণিজ্যের মাধ্যমে' উত্তেজনা প্রশমিত করেছে। যদিও এই দাবি ভারতের বিদেশমন্ত্রকের দাবির সম্পূর্ণ উলটো। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং সংঘাতের সময় বাণিজ্য নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু মোদির তথাকথিত 'বন্ধু' ট্রাম্পই ভারতের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা অনেক যুদ্ধ বন্ধ করেছি। এবং এগুলি গুরুতর যুদ্ধ ছিল। ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল এবং এটি ক্রমশ বড় হচ্ছিল। সেই সময় আমরা বাণিজ্যের মাধ্যমে এটি সমাধান করেছি। আর এই পরিস্থিতিতে বোঝাই যাচ্ছে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ভারত ও আমেরিকার প্রকাশ্য অবস্থান শুরু থেকেই চূড়ান্ত সমন্বয়হীনতার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

ট্রাম্পের দাবি নিয়ে কেন্দ্র নীরব কেন?

জবাব চাইল তৃণমূল

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কৃতিত্ব লাভের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান সংঘাত থামানোর দাবি করা মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একইভাবে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে নিয়ম করে ভারত-পাকিস্তান 'যুদ্ধ' থামানোর দাবি করে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে ঘরোয়াভাবে সেই দাবি খারিজ করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কিছুই বলতে শোনা যাচ্ছে না মোদি সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার একধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে ৫টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। যদিও কোন দেশের যুদ্ধবিমান তা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তবে তারপরেও আগ বাড়িয়ে তাঁর নানা মন্তব্য পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এবার ট্রাম্পের দাবি ও ভারত সরকারের নীরবতাকে কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস। ভারতীয় নাগরিকদের করের টাকায় কেনা যুদ্ধবিমান ধ্বংস নিয়ে রটনার অবসান কবে হবে, প্রশ্ন তুলেছে বাংলার শাসকদল। সংসদের অধিবেশনে পহেলগাঁও হামলা ও তার পরবর্তীতে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের প্রকৃত অবস্থা কী তা প্রকাশের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, এর আগে রাফালের তরফ থেকে সত্য প্রকাশ করে জানানো হয়েছিল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ভারতের একটি রাফাল ধ্বংস হয়েছিল। সিডিএস অনিল চৌহানও তা স্বীকার করেন। তবে এই একটি বিমান ধ্বংস ছাড়া ভারত-পাক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে আর কোনও ভারতীয় ক্ষতির কথা প্রকাশ্যে আসেনি। এরই মধ্যে এবার বড় দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের দাবি, এই নিয়ে ২৪ বার ট্রাম্প দাবি করলেন যে ভারত-পাক যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন। এবার আরও একধাপ এগিয়ে তিনি ৫ যুদ্ধবিমান ভূপতিত হওয়ার দাবি তুললেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুলুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তবে শুধুমাত্র বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীর জবাব দাবি করেই নীরব নয় বাংলার শাসক দল। লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রশ্ন তোলেন, করদাতাদের টাকা দিয়ে ২৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে এক-একটি রাফাল কেনা হয়েছে। আমরা জেনেছি অন্তত একটি রাফাল গুলি করে নামানো হয়েছে। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করছেন, অন্তত ৫টি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছে। তবে কি এখনও ভারতীয়রা সিঁদুর-এর সারমর্ম নিয়ে একটি পোস্ট দাবি করতে পারেন না?

৮ বছরে ১৫ হাজার এনকাউন্টার ইউপি পুলিশের, নিহত ২৩৯

প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত প্রায় ১৫,০০০ এনকাউন্টার অভিযান চালিয়েছে। এর ফলে ৯,০০০ এরও বেশি মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং ২৩৯ জন নিহত হয়েছেন। চূড়ান্ত বেহাল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে সংবিধানবহির্ভূতভাবে এনকাউন্টারই এখন দস্তুর বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে।

খোদ রাজ্য পুলিশের দেওয়া তথ্য-পরিসংখ্যানেই প্রকাশ যোগীরাজ্য এখন দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল। উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি রাজীব কৃষ্ণ জানিয়েছেন, গত আট বছরে রাজ্যে ১৪, ৯৭৩টি অভিযান চালানো হয়েছে, যার ফলস্বরূপ ৩০,৬৯৪ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯,৪৬৭ জন অপরাধী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, এবং এনকাউন্টারে ২৩৯ জন নিহত হয়েছে। ডিজিপির সাফাই, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ অপরাধ দমনে আগ্রাসী পদক্ষেপ বজায় রেখেছে। ডিজিপি কৃষ্ণ এক বিবৃতিতে জানান, সবচেয়ে বেশি অভিযান হয়েছে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মেরঠ জোনে, যেখানে ৭,৯৬৯ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ২,৯১১ জন আহত হয়েছে। আগ্রা জোনে ৫,৫২৯ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৪১ জন আহত হয়েছে, এবং বরেলি জোনে, ৪,৩৮৩ জন অপরাধীকে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে ৯২১ জন আহত হয়েছে। বারাণসী জোনে পুলিশ ২,০২৯ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে এবং ৬২০ জনকে আহত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন কমিশনারেটের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ নগরে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রেফতার (১,৯৮৩) এবং আহত (১,১৮০) রেকর্ড করা হয়েছে। গাজিয়াবাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ১,১৩৩ জন গ্রেফতার এবং ৬৮৬ জন আহত, আগ্রায় ১,০৬০ জন গ্রেফতার এবং ২৭১ জন আহত হয়েছে বলে ডিজিপি জানান। যদিও বিচার প্রক্রিয়া এড়িয়ে সংবিধানবহির্ভূত এনকাউন্টারের রমরমা কেন তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ডিজিপি।

৮৬ হাজার কোটি মামলার হুমকি

প্রতিবেদন: কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে বিস্ফোরক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল মার্কিন সংবাদপত্র 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'। এবার এই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ৮৩ হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই বিষয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নন বলে জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমের পরিচালন কর্তৃপক্ষ। 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর কর্ণধার ডো জোনস সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, আমাদের রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণও আছে আমাদের কাছে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মামলা করলে তাঁরাও এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়বেন। জানিয়ে দিয়েছেন ডো জোনস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেদিনীপুরের তিত্‌কি থেকে প্রকাশিত হয়েছে গৌতম মাহাতো-র কবিতার বই 'খোয়াহিশের ধুন'। বাংলার পাশাপাশি আছে কামারুজ্জামান অনূদিত কয়েকটি ইংরেজি কবিতা। দাম ১৫০ টাকা

কলেজ স্ট্রিট

দুই বিষয় দুই বই

বিভিন্ন সাহিত্যিকের জীবন ও কর্মসাধনার পরিচয় কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে একটি বইয়ে। অন্যটি ছোটগল্পের। দুটি বইয়ের উপর আলোকপাত করলেন
অংশুমান চক্রবর্তী

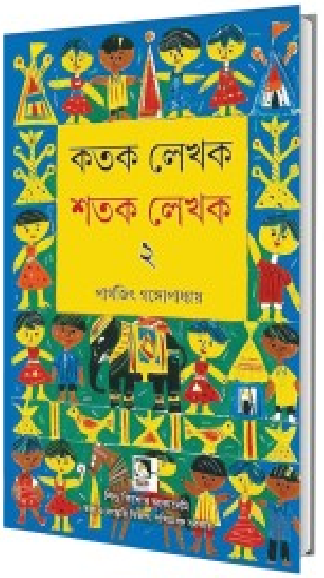

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বহু বরণীয় সাহিত্যিক। কয়েকজন চিহ্নিত বড়দের লেখক হিসেবে। আবার কয়েকজন চিহ্নিত মূলত শিশুসাহিত্যিক হিসেবে। কেউ কেউ রচনা করেছেন দুই ধরনের সাহিত্যই। বিভিন্ন রচনা বা বই সম্পর্কে জানা গেলেও, বহুক্ষেত্রেই অজানা থেকে যায় লেখকের ব্যক্তি-জীবন। অথচ জানার আগ্রহ হয় তিনি কীভাবে বেড়ে উঠেছেন, কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পুষ্ট হয়েছে তাঁর মন। জানা গেলে স্রষ্টার সৃষ্টির কাছে পৌঁছানো সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সেই সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা চোখে পড়ে। তবে সেইসব লেখা মেটায় না মনের খিদে। দেখা যায় বিস্তর ভুলভ্রান্তি, তথ্যের অভাব। সেই অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করেছে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'কতক লেখক শতক লেখক ২'। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম খণ্ড। বলা যায়, দুই খণ্ডের এই বই বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান দলিল। লেখক একই সঙ্গে গবেষক। তাই অনুসন্ধানের কাজটি করেছেন সুনিপুণভাবে। প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশু কিশোর আকাদেমি। এই আকাদেমির প্রকাশনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যকে ধরে রাখা। সেই ধারা বজায় রয়েছে আলোচ্য বইয়ে। ভূমিকায় জানানো হয়েছে, ''দুই খণ্ড মিলিয়ে দীর্ঘ পরিসরে শিশুসাহিত্যের পরম্পরার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হল, তা নব্য দিনের নব্য পাঠকের মনে হয়তো রেখাপাত করবে। মনে হবে, মণিমুক্তার মতো উজ্জ্বল আমাদের শিশুসাহিত্যের যে সম্ভার, সেদিকে একটু নজর দিই।''

দ্বিতীয় খণ্ডে ছোট ছোট নিবন্ধে সুবিনয় রায়চৌধুরী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গোলাম মোস্তফা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, শিবরাম চক্রবর্তী, সুনির্মল বসু, জসীমউদ্দিন, রাধারাণী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অজেয় রায় প্রমুখ ৮৯ জন কবি-সাহিত্যিকের জীবন ও কর্মসাধনার পরিচয় কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাজ খুব সহজ নয়। বলা যায়, অসাধ্যসাধন করেছেন লেখক। ভাষা প্রাঞ্জল। কোথাও কোনওরকম জটিলতা নেই। কিছু কিছু অংশ গল্পের মতো। ফলে সহজেই আকৃষ্ট করে পাঠকমনকে।

এখানে কবি-সাহিত্যিকদের ছবি, বইপত্রের ছবি, প্রথম মুদ্রণের চিত্রাঙ্কনের কিছু নমুনাও দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে লেখকের এই সনিষ্ঠ পরিশ্রমের সুফল শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকদের নয়, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-গবেষকদেরও মিলবে। প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত চৌধুরী। দাম ২৮০ টাকা।

মোট ১৮টি ছোটগল্প নিয়ে মিত্রম্ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের বই 'গল্প-স্বল্প'। বিভিন্ন সময়ের রচনা। লেখক জানিয়েছেন, ''কোনও গল্প লেখা আমার ছাত্রজীবনে। আবার কোনওটা আমার কর্মজীবনের প্রথম দিককার।'' তুলে ধরা হয়েছে বিচিত্র বিষয়। ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তৎকালীন ও সমকালীন অর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, মন ও মননের বিভিন্ন দিক। চোখে পড়ে অদ্ভুত বৈপরীত্য। ভূতের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে কল্পবিজ্ঞান। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের নানা ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে কিছু গল্প।

প্রথম গল্প 'বন্ধুত্ব'। রয়েছে পুজোর আবহ। আঁকা হয়েছে তমাল এবং সন্দীপের সম্পর্কের ছবি। সামান্য অসঙ্গতি থাকলেও, পড়তে ভাল লাগে। শেষে রয়েছে বড় চমক। এক ফুটপাথবাসীর গল্প 'নিয়তি'। অনেকটা কবিতার মতো। প্রকাশ করা হয়েছে কিছু কথা। কিছু রয়েছে উহ্য। ছোট্ট এই গল্পে জীবন যেমন আছে, তেমনই আছে মৃত্যু। নিয়তি একা চলেছে দুইয়ের হাত ধরে। সাক্ষী গভীর রাতের আকাশ।

'নেশা', 'আবর্ত', 'মহাপ্লাবন', 'মেরু', 'রিক্সাওয়ালা', 'ব্রজধাম', 'বিসর্জন', 'শূন্যতা' প্রভৃতি গল্পগুলোয় লেগে রয়েছে অদ্ভুত সারল্য। মনকে নিয়ে যায় অন্য জগতে। কোনও কোনও গল্পে দেওয়া হয়েছে বিশেষ বার্তা। কিছু কিছু অংশে বাক্য গঠন তুলনায় দুর্বল লেগেছে। চোখে পড়েছে মুদ্রণ প্রমাদ। একটু সতর্ক হলে গল্পগুলো আরও প্রাণবন্ত এবং টানটান হতে পারত। কাগজ এবং ছাপা নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। প্রচ্ছদশিল্পী স্বর্ণদীপ রায়। দাম ১০০ টাকা।

জাহিরুলের জাবেদা

» যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতি ভালবাসেন সেই সকল বন্ধু ও পরিচিতজনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ত্রৈমাসিক ঘরোয়া পত্রিকা 'জাহিরুলের জাবেদা'। প্রকাশিত হয়েছে জুলাই সংখ্যা। সাহিত্যের ইয়ারবুকের প্রতিষ্ঠাতা প্রাবন্ধিক-গবেষক জাহিরুল হাসান পত্রিকাটি নিয়মিত 'পূবা' থেকে বের করে চলেছেন। লিখেও চলেছেন নানান ক্ষেত্রের কৃতীরা। এবার ভাস্কর রামকুমার মান্নার শিক্ষশালার কর্মশিবিরের কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখেছেন আরেক শিল্পী পার্থপ্রতিম রায়। তেরোটি কাব্যগ্রন্থের জনক কানাই সামন্তের শান্তিনিকেতনযাপনের কথা শুনিয়েছেন প্রাবন্ধিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালির পশ্চিম-চেজ্ঞের টুকরো কথা বলেছেন শিপ্রা দে। সাহিত্যের নানান খবর দিয়েছেন মাসুদ করিম, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, অর্ক চৌধুরী, রেজাউল করিম, বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, তারকেশ্বর চট্টরাজ। আর আছে পাতায়-পাতায় কৌতূহলোদ্দীপক নানান উদ্ধৃতি। দাম অনুল্লেখিত।

কবিতাজগৎ

» দক্ষিণ দিনাজপুরের মফসসল শহর বুনিয়াদপুর থেকে মননশীল পত্রিকা 'কবিতাজগৎ' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে গোবিন্দ তালুকদারের সম্পাদনায়। এবার পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি। কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকার এই সংখ্যায় জয় গোস্বামীর 'নুন' কবিতা নিয়ে জীবনকুমার সরকারের প্রবন্ধ সময়োপযোগী। পঞ্চাশ জন নবীন-প্রবীণের সুনির্বাচিত কবিতাগুলি আন্তরিকভাবে সাজিয়েছেন সম্পাদক। ৫০ টাকা দামের ঝকঝকে মুদ্রণে, সুন্দর প্রচ্ছদে পত্রিকাটি কাব্যগুণে কবিতাপাঠকের মনে চিরস্থান করে নিয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মনোকষ্ট ও সমস্যার কথা লিখেছেন সম্পাদক স্বয়ং। উৎসর্গ করা হয়েছে নির্মলেন্দু তালুকদার, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, সরোজ দেবের স্মৃতিতে।

সৃজন

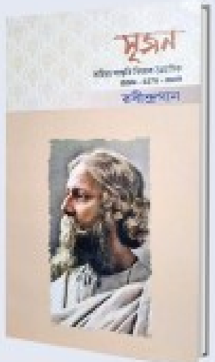

» 'যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুই বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি'— নিজের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অকপট কথনটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আবার জানিয়েছেন দীর্ঘদিনের সাহিত্যমানব সম্পাদক কবি লক্ষ্মণ কর্মকার। 'সৃজন'-এর 'রবীন্দ্রগান' গান নিয়ে এবারের সংখ্যা। ১৩টি প্রবন্ধের সবগুলিই গবেষণা-সহায়ক। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান' থেকে সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রামানুজ মুখোপাধ্যায়, পীতম সেনগুপ্তর লেখা পুনর্মুদ্রিত হলেও পাঠক-সহায়ক। সুমিতা চক্রবর্তীর 'গীতাঞ্জলির গান' স্বল্প আয়তনের হলেও পড়তে ভাল লাগে। ১০০ টাকার বিনিময়ে ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকাটি সংগ্রহ করলে পাঠক লাভবানই হবেন নিশ্চিত।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা

চা-বিরতিতে সত্যিই চা খান? অলি পোপ জানালেন, তাঁর কফি খেতেও মন্দ লাগে না

ট্রফি-পদক চুরি প্লাতিনির

■ **মার্সেই :** কিংবদন্তি ফুটবলার মিশেল প্লাতিনির বাড়িতে চুরি! প্রাক্তন ফরাসি অধিনায়কের মার্সেই শহরের বাড়িতে শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। সেই সময় প্লাতিনি বাড়িতেই ছিলেন বলে খবর। খোয়া গিয়েছে বেশ কিছু ট্রফি ও পদক। প্লাতিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই বাড়ির বাগানে তিনি শব্দ শুনতে পান। সেখানে গিয়ে দেখেন, জানালার পাশে কালো পোশাক ও হুডি পরা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তবে ধরার আগেই ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। বাগানের ভিতর একটি ছোট্ট ঘরে নিজের খেলোয়াড় জীবনের বেশ কিছু ট্রফি ও পদক সাজিয়ে রেখেছিলেন প্লাতিনি। সেখানে গিয়ে গিয়ে দেখতে পান, সব মিলিয়ে অন্তত কুড়িটি পুরস্কার খোয়া গিয়েছে।

চারে স্পেন

■ **বার্ন :** মেয়েদের ইউরো কাপের সেমিফাইনালে স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনালে স্প্যানিশ মেয়েরা জোড়া পেনাল্টি মিস করেও শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে হারিয়েছে সুইজারল্যান্ডকে। ম্যাচের ৯ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন স্পেনের মারিওনা কালদেনতেই। যদিও ৬৬ মিনিটে অ্যাথেনা দেল কাসতিল্লোর গোলে এগিয়ে যায় স্প্যানিশরা। পাঁচ মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্লদিয়া পিনা। ৮৮ মিনিটে অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস পেনাল্টি মিস না করলে স্পেনের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত।

সিরাজের আগ্রাসনে সমর্থন নাসেরের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ জুলাই : লর্ডসে বেন ডাকেটকে আউট করে তীব্র আগ্রাসন দেখিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। ডাকেটের সঙ্গে দ্বৈরথ জিতে ভারতীয় পেসারের আগুনে মেজাজে উৎসব রয়েছে চড়ায়। ডাকেটকে আউট করে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছিলেন সিরাজ। লর্ডসে টেস্ট-শেষে তাঁকে ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ জরিমানাও করে আইসিসি। তবে সিরাজের আগ্রাসনকে সমর্থন করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন। ম্যাচ রেফারির জরিমানা করা উচিত হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। নাসেরের মতে, খেলার মাঠে আবেগ থাকবে। কেউ রোবট নয়।

স্কাই স্পোর্টসের পডকাস্টে নাসের বলেছেন, সিরাজ লর্ডসে খুব উত্তেজিত ছিল। আগুনে মেজাজে থাকলে সিরাজকে আরও ভাল ক্রিকেটার মনে হয়। ওকে দলে পেলে যে কোনও অধিনায়ক খুশি হবে। আমার মনে হয়, সিরাজকে জরিমানা করা উচিত হয়নি। ডাকেটের ঠিক সামনে ছিল সিরাজ। ইংলিশ ব্যাটারের দিকে ও কিন্তু এগিয়ে যায়নি। বরং ডাকেট পিচ থেকে সরে সিরাজের দিকে গিয়েছিল। দু'জনের কাঁধের ধাক্কাধাক্কিও হয়নি। আমার কাছে এটা আবেগের খেলা। এখানে ২২টি রোবটের দরকার পড়ে না। আমি এই উত্তেজনা পছন্দ করি।

সিরাজকে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে পরের টেস্ট ম্যাচগুলোতে। কারণ, ইতিমধ্যেই দুটো ডিমেরিট পয়েন্ট তাঁর নামের পাশে। আগামী দু'বছরের মধ্যে আরও দু'টি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হলে একটি টেস্ট অথবা দু'টি সীমিত ওভারের ম্যাচে নির্বাসিত হবেন ভারতীয় পেসার।

মহিলা ফুটবল

রেকর্ড দাম অলিভিয়ার

■ **লন্ডন, ১৯ জুলাই :** মহিলা ফুটবলের দলবদলে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অলিভিয়া স্মিথ। কানাডার ২০ বছরের মিডফিল্ডারকে লিভারপুল থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে দলে টানল আর্সেনাল। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। মেয়েদের ফুটবলে এর আগে আর কোনও খেলোয়াড় এত টাকা পাননি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আমেরিকার ডিফেন্ডার নাওমি গিরমাকে ৯ লক্ষ পাউন্ড খরচ করে সই করিয়েছিলেন প্রিমিয়ার লিগের আরেক ক্লাব চেলসি। এতদিন মেয়েদের ফুটবলে সবথেকে দামি ফুটবলার ছিলেন গিরমা। তাঁকে টপকে গেলেন অলিভিয়া। ২০২৩ সালে পেশাদার ফুটবলে হাতেখড়ি অলিভিয়ার। গত মরশুমে তিনি সই করেছিলেন লিভারপুলে। ইংল্যান্ডের মহিলা লিগে সেরা ফুটবলারের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। অলিভিয়াকে পেতে আর্সেনালের পাশাপাশি ঝাঁপিয়েছিল চেলসি ও ফরাসি ক্লাব অলিম্পিক লিওঁ। শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করল আর্সেনাল।

এশিয়া কাপ ঘিরে জটিলতা বাড়ছে

ভারতের পাশে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : এশিয়া কাপ ক্রিকেট নিয়ে নতুন করে জটিলতা। সেপ্টেম্বরে টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। তাই সব পক্ষকে নিয়ে আগামী ২৪ জুলাই ঢাকায় বৈঠক করতে চেয়েছিলেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নকভি। যিনি আবার পাক ক্রিকেট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যেতে রাজি নয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যেই এই কথা নকভিকে জানিয়ে দিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা।

এবার এই ইস্যুতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে আরও তিনটি দেশ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং ওমান ক্রিকেট বোর্ডও জানিয়েছে, ভারতীয় বোর্ড অংশগ্রহণ না করলে, তারাও ঢাকার বৈঠকে যোগ দেবে না। ভারতের মতো এই তিন দেশের ক্রিকেট বোর্ডও অন্য কোনও ভেন্যুতে বৈঠক চায়। তবে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি কোনও পক্ষই দেয়নি।

২০২৫ এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল ভারতে। কিন্তু পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও তারপর ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষের পর নিরপেক্ষ কোনও দেশে এই টুর্নামেন্ট করার কথা চলছে। খসড়া সূচিও তৈরি করে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ৫ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হতে পারে এশিয়া কাপ। ফাইনাল ২১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তার আগে ফের জট দেখা দিয়েছে ঢাকার বৈঠক নিয়ে। এদিকে, এশিয়া কাপ নিয়ে ডামাডোলের মধ্যেই আইসিসি মিটিংয়ে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন পিসিবি প্রধান।

ভারত-বধের ইনিংস সেরা রাসেলের কাছে

কিংস্টোন, ১৯ জুলাই : দেশের জার্সিতে জোড়া বিদায়ী ম্যাচ খেলতে নামছেন আন্দ্রে রাসেল। আজ রবিবার এবং মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি টি-২০ ম্যাচ খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। সাবাইনা পার্কে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে বিদায়ী ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়ে গর্বিত দ্রে রাস। অবসর নেওয়ার আগে তারকা অলরাউন্ডার জানিয়েছেন, ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে খেলা তাঁর ২০ বলে অপরাজিত ৪৩ রানের ইনিংসই কেরিয়ারে সেরা মুহূর্ত। লেন্ডল সিমন্সের সঙ্গে রাসেলের সেই জুটিই বিরাট কোহলিদের সেদিন বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছিল।

বিদায়ী ম্যাচের আগের দিন ৩৭ বছরের রাসেল বলেছেন, ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ভারতের বিরুদ্ধে। মুম্বইয়ে ভারতীয় সমর্থকদের সামনে এত বড় ম্যাচ খেলার চ্যালেঞ্জ। যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জয়ের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলাম আমি এবং সিমন্স। অবশ্যই অন্যান্য ব্যাটাররা শুরুটা ভাল করেছিল।

তারকা অলরাউন্ডার যোগ করেন, ভারতের মাঠে ১৯০ রান তাড়া করা, যেখানে দর্শকেরা কেবল ভারতকেই সমর্থন করছিল। সেখানে পরিস্থিতি খুব চাপের ছিল। তবে উইকেট খুব ভাল ছিল। তাই ড্রেসিংরুমে আমরা খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। পরে কলকাতায় ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। জাতীয় দলকে বিদায় জানানোর জন্য সাবাইনা পার্ককে আদর্শ মাঠ হিসেবে দেখছেন রাসেল। বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদায়ী সিরিজ খেলতে পেরে গর্বিত।

গত দশ বছরে স্লেজিং কিন্তু অনেক কমেছে, দাবি পোপের

লন্ডন, ১৯ জুলাই : চলতি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে স্লেজিং। লর্ডস টেস্ট তো রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দু'দলের ক্রিকেটারদের স্লেজিংয়ে। এমনকী, হারের পর শুভমন গিলকে প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল, অতিরিক্ত স্লেজিং করতে গিয়েই কি ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফোকাস নড়ে গিয়েছিল!

যদিও অলি পোপের দাবি, গত ১০ বছরে স্লেজিং অনেকটাই কমেছে। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, আমি খুব একটা স্লেজিং করি না। কারণ স্লেজিং করে খুব একটা লাভ হয় বলে আমি মনে করি না। সত্যি কথা বলতে কী, গত ১০ বছরে স্লেজিং অনেকটাই কমেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার পর, বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটাররা একই ড্রেসিংরুম শেয়ার করে থাকে। এতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব বেড়েছে।

ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার ব্যাটার আরও জানিয়েছেন, টেস্ট চলাকালীন লাঞ্চ এবং চায়ের বিরতিতে ক্রিকেটারদের মেনুতে কী কী খাবার থাকে। পোপের বক্তব্য, পুরোটাই নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। আমি যেমন ব্যাট করার সময় বেশি খাই না। লাঞ্চের মেনুতে সাধারণত চিকেন, মাছের বিভিন্ন পদ থাকে। তবে আমি একটা কলা ও প্রোটিন শেক খাই। যদি আমি গোটা

দিন ব্যাট করি, তাহলে প্রায় না খেয়েই থাকি। কারণ বেশি খেলে আমার ব্যাট করতে সমস্যা হয়।

লাঞ্চের মেনুর একটি ছবিও পোস্ট করেছেন পোপ। তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্যুপের সঙ্গে রয়েছে একাধিক কন্টিনেন্টাল পদ। আবার বাসমতী রাইস এবং নানও রয়েছে। শেষ পাতে আইসক্রিম, ফ্রুট স্যালাড ও ইয়োগার্ট। পোপ জানাচ্ছে, চায়ের বিরতির সময় বেশিরভাগ ক্রিকেটার চা পান করলেও, তাঁর পছন্দ কফি।

শ্রীলঙ্কা-সিরিজ

■ **কলম্বো, ১৯ জুলাই :** সিঙ্গাপুরে আইসিসি বৈঠকের মধ্যেই আগামী দু-তিন দিনে রোহিত-বিরাটের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে। এই দু'জন এখন শুধু একদিনের ম্যাচই খেলবেন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একদিনের সিরিজ কবে হতে পারে তার একটা রূপরেখা সিঙ্গাপুরে তৈরি হয়ে যেতে পারে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, আইসিসি বৈঠকের মধ্যেই তারা কথা সেরে নিতে চান। প্রসঙ্গত, ভারত বাংলাদেশে খেলতে না যাওয়ায় অগাস্ট মাসে কিছুটা খালি সময় পাওয়া গিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সবার

জাপানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৬ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত

লুকার সই ডায়মন্ড হারবারে

ডুরান্ডের আগে শহরে মিকেলও

প্রতিবেদন : প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন এই টুর্নামেন্টে শুরুতেই ছাপ ফেলতে চায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। প্রথম বছরেই আই লিগ জিতে আইএসএলে খেলার যোগ্যতা অর্জনে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার সেরা প্রস্তুতির লক্ষ্যে ডুরান্ড কাপকেই পাখির চোখ করেছে। তাই অন্যতম সেরা ভারতীয় ফুটবলারদের সঙ্গে উঁচু মানের বিদেশিদেরও সই করাচ্ছে তারা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে খেলে যাওয়া নাইজেরীয় স্ট্রাইকার ব্রাইট এনোবাখারেকে দলে নেওয়ার পর দলবদলের বাজারে আরও এক চমক দিল ডায়মন্ড হারবার। আরও এক আইএসএলের তারকাকে সই করিয়ে নিল অভিষেকের ক্লাব। পাঞ্জাব এফসি-র স্লোভেনিয়ান স্ট্রাইকার অভিজ্ঞ লুকা মাজসেনের সঙ্গে চুক্তি করল ডায়মন্ড হারবার। ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচে নামার আগেই লুকাকে শহরে আনতে উদ্যোগী ম্যানেজমেন্ট। ব্রাইট, ক্লেটনের পাশে লুকা আসায় ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী হল।

হেড কোচ কিবু ভিকুনারের পছন্দ মতোই বিদেশি ফুটবলার রিক্রুট করছে ডায়মন্ড হারবার। ব্রাইটের পর গত মরশুমে মালয়েশিয়ার পেরাক এফসি-তে দাপিয়ে খেলা ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড ক্লেটন সিলভেইরাকে সই করিয়েছিল কিবুর দল। এরপর স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোতজিারের সঙ্গে চুক্তি করে ক্লাব। শনিবার ভোরে কলকাতায় এলেন কোতজিার। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে তাঁকে দলে নেয় ডায়মন্ড হারবার। সোমবার থেকে দলের সঙ্গে বিধাননগর পুরসভা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলনে নামবেন কোতজিার। ইতিমধ্যেই জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের সঙ্গে কলকাতায় এসে ডায়মন্ডের প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছেন ক্লেটন। ব্রাইট ও লুকার যোগ দেওয়াটা এখন সময়ের অপেক্ষা।

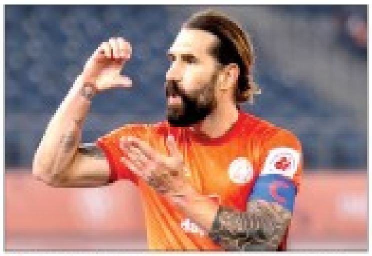

পাঞ্জাবকে আইএসএলে তোলা লুকা নতুন ক্লাবে।

ডুরান্ডে মোহনবাগান, মহামেডানের গ্রুপে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। দলের সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, আই লিগের আগে ডুরান্ড খেলতে পারাটা ডায়মন্ড হারবারের জন্য বড় প্রাপ্তি। আইএসএল ও আই লিগের দলগুলোর বিরুদ্ধে খেলে নিজেদের ভালভাবে তৈরি করার সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করতে চাই না। প্রথম দিন থেকে আমাদের একটা মিশন ছিল। সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে চাই আমরা।

'বিগ ফোর'-এর কীর্তি ছুঁয়ে ফেললেন সিনার

রোম, ১৯ জুলাই : গত সপ্তাহেই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এবার জানিক সিনারের মুকুটে যোগ হল আরও একটি রঙিন পালক। ১২ হাজার এটিপি পয়েন্ট হয়ে গেল ইতালীয় তারকার। গত ৩৫ বছরে, রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচ ও অ্যান্ডি মারের পর, সিনার পঞ্চম খেলোয়াড় হিসাবে এই নজির গড়লেন। জায়গা করে নিলেন টেনিসে 'বিগ ফোর'-এর এলিট ক্লাবে। ২৩ বছর বয়সি সিনারের এটিপি পয়েন্ট আপাতত ১২,০৩০। শুধু তাই নয়, টানা ৫৮ সপ্তাহ ধরে সিনার এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান নিজের দখলে রেখেছেন। মনে রাখতে হবে, ডোপিংয়ের কারণে তিন মাস নির্বাসিত ছিলেন। তার পরেও ১২ হাজার এটিপি পয়েন্ট নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব। ২০১৬ সালে মারে ১২৬৮৫ এটিপি পয়েন্টে পৌঁছেছিলেন। সেই নজির টপকানোর সুযোগ রয়েছে সিনারের সামনে। প্রসঙ্গত, এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন জকোভিচ। ২০১৬ সালে তিনি ১৬,৯৫০ পয়েন্টে পৌঁছেছিলেন। ২০০৬ সালে ফেডেরার পৌঁছেছিলেন ১৫,৪৯৫ পয়েন্টে। আর ২০০৯ সালে নাদালের পয়েন্ট ছিল ১৫,৩৯০।

রাঁচির দেউড়ি মন্দিরে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে পুজো দিচ্ছেন ধোনি। শনিবার।

জকোভিচের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে : বেকার

বার্লিন, ১৯ জুলাই : কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম কি আদৌ জিততে পারবেন নোভাক জকোভিচ? সার্ব তারকার প্রাক্তন কোচ তথা টেনিস কিংবদন্তি বরিস বেকার নিশ্চিত নন!

চলতি মরশুমে টানা তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে হেরেছেন জকোভিচ। যা নিয়ে বেকার বলছেন, নোভাক আরও একটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতবে কিনা, এটা বড় প্রশ্ন। কারণ তার জন্য ওকে কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনারকে হারাতে হবে। আমি মনে করি, ওর সেরা সুযোগ ছিল এই বছরের উইম্বলডন। কারণ সেন্টার কোর্টে ওর রেকর্ড বরাবরই ঈর্ষণীয়। কিন্তু সেটা তো হল না।

২০১৪ থেকে ২০১৬— টানা দু'বছর জকোভিচের কোচ ছিলেন বেকার। প্রাক্তন জার্মান তারকার কোচিংয়ে ওই সময় ছ'টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন জকোভিচ। বেকারের বক্তব্য, নোভাক এবারের উইম্বলডনে অসাধারণ খেলেছে। কিন্তু সেটা গ্র্যান্ড স্লাম জেতার জন্য যথেষ্ট কি? ৩৮ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ নোভাক ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জিততে মরিয়া। কিন্তু ওকে বুঝতে হবে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

বেকারের পর্যবেক্ষণ, নোভাক এখন আর বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় নয়। বাকিদের হারালেও, আলকারেজ ও সিনারকে টপকাতে পারছে না। এটা ওর মানের খেলোয়াড়ের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। নিজের সেরা সময়ে এই দু'জনকে অনায়াসে হারিয়ে দিত। কিন্তু এখন নোভাক কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেই। তবে নোভাক ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলে আমি খুশিই হব।

মিনার্ভার কীর্তি

নয়াদিল্লি : ঐতিহ্যশালী গোথিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি। দু'বছর আগে ভারতের প্রথম দল হিসেবে গোথিয়া কাপ জিতে নজির গড়েছিল তারা। এবার আর্জেন্টিনার সিইএফ ১৮ টুকুমানকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে দ্বিতীয়বার ইউরোপের এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি। ৪০ মিনিটের ম্যাচে ১৫ মিনিটে রিথামের গোলে এগিয়ে যায় মিনার্ভা। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দাপটে খেলে আর্জেন্টিনার অ্যাকাডেমি দলকে কোণঠাসা করে আরও তিনটি গোল করে মিনার্ভা। গোলগুলি করে ইয়োহেনবার, ডেনামনি এবং রাজ।

চার্চিলের লড়াই

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) রায়ে ২০২৪-২৫ মরশুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্টার কাশী। তবে সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় আদালতের রায়ে পয়েন্ট হারিয়ে শীর্ষস্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা চার্চিল ব্রাদার্স। ক্যাসের রায়ের পর শনিবার একটি বিবৃতিতে গোয়ার ক্লাবটি জানিয়েছে, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। বিচার চেয়ে আমাদের লড়াই জারি থাকবে।

ব্যাগ-বিভ্রাট অস্কারের চলে এলেন কেভিন

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা না কাটলেও ডুরান্ড কাপ জয়ের লক্ষ্য নিয়েই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শনিবার গভীর রাতে শহরে আসেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ হেড কোচ অস্কার ব্রুজো। কাতার এয়ারলাইন্সের বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই সমস্যার সম্মুখীন হন অস্কার। জানা গিয়েছে, কোচের লাগেজ দোহা বিমানবন্দরেই থেকে যায়। ট্রানজিটে কলকাতায় আসেনি। ফলে প্রায় ভোররাত পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দরে থেকে ব্যাগপত্তর আনার ব্যবস্থা করতে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা সারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমস্যা মেটে। শনিবার রাতের মধ্যেই অস্কারের লাগেজ কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়।

শহরে কেভিন ও অস্কার।

অস্কারের সঙ্গে একই বিমানে শহরে এলেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে। ৬ ফুট উচ্চতার ফুটবলার সেন্টার ব্যাকে খেলেন। অনেক রাতেও উৎসাহী সমর্থকরা বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন অস্কার ও কেভিনকে স্বাগত জানানোর জন্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আধিকারিকদের সঙ্গে সমর্থকরাও কোচ ও নতুন বিদেশিকে লাল-হলুদ উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন। গভীর রাতেও সমর্থকদের দেখে দারুণ খুশি কেভিন। গাড়িতে ওঠার সময় সমর্থকদের 'ভিকট্রি' চিহ্ন দেখান। সমর্থকদের অনেকে কেভিনের সঙ্গে নিজস্বীও তোলেন।

শনিবার অনুশীলন ছিল না ইস্টবেঙ্গলের। রবিবার যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে সতীর্থদের সঙ্গে প্রস্তুতিতে নামবেন কেভিন। গতবারের ব্যর্থতা পিছনে ফেলে নতুন লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেবেন অস্কারও। মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং সাউল ক্রেসপোও শহরে চলে আসছেন রবিবার সকালের মধ্যে।

দলে যুধাজিৎ

প্রতিবেদন : ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের জন্য ৪৩ জনের অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দলের নাম ঘোষণা করল সিএবি। দলে রয়েছেন যুধাজিৎ গুহ, প্রয়াস রায় বর্মন, অঙ্কুশ শূর, সুমিত নাগ প্রমুখ। অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা যুধাজিৎ সিনিয়র বাংলা দলের প্রাথমিক তালিকাতেও রয়েছেন। এদিকে, বুচিবাবু টুর্নামেন্ট খেলতে চেন্নাই যাবে বাংলা। পাশাপাশি পুদুচেরিতেও একটি টুর্নামেন্ট খেলবে।

অর্জুনের হার, হাম্পিদের জয়

লাস ভেগাস, ১৯ জুলাই : ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্লাম ট্যুরে স্বপ্নের দৌড় থেমে গেল অর্জুন এরিগাইসির। প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছিলেন ২১ বছরের অর্জুন। শনিবার সকালে শেষ চারের লড়াইয়ে মার্কিন-আর্মেনিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার লেভন আরোনিয়ানের কাছে হেরে গ্র্যান্ড স্লাম ট্যুরে অভিযান শেষ করলেন ভারতীয় দাবাড়ু।

আরোনিয়ানের বিরুদ্ধে ওপেনিং ভাল করলেও পরে ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি অর্জুন। ভারতীয় তরুণ ০-২ হেরে ছিটকে গেলেন। ফাইনালে জায়গা করে নিলেন আরোনিয়ন। খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ আমেরিকার হান্স নিয়েমন। অন্য সেমিফাইনালে তিনি হারান স্বদেশি ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানাকে। চেস গ্র্যান্ড স্লাম ট্যুর থেকে অর্জুন ছিটকে গেলেও মেয়েদের ফিডে বিশ্বকাপে দাপট চলছে কোনেরু হাম্পিদের। প্রথমবার এই প্রতিযোগিতায় একটি দেশের চারজন দাবাড়ু কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। ভারতের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং খেলোয়াড় কোনেরু হাম্পির সঙ্গে শেষ আটের যোগ্যতা অর্জন করেছেন প্রজ্ঞানন্দের দিদি আর বৈশালী, ডি হারিকা এবং দিব্যা দেশমুখ। অল ইন্ডিয়া ডুয়েলে একটি কোয়ার্টার ফাইনালে দিব্যার মুখোমুখি হারিকা। ফলে কোনও ভারতীয় দাবাড়ুর সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত।

ডব্লিউ সিএল ২০২৫ ক্রিকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে নারাজ হরভজন, ইউসুফ ও ইরফান পাঠান

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পাটা উইকেট, জানালেন আথারটন

আরও সুযোগ করুণের? ভাবনায় এবার কুলদীপ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ জুলাই : চতুর্থ টেস্টের আগে কিছুটা সময় দুটো দলের হাতে রয়েছে। কিন্তু এই সময়ের অনেকটাই চলে যাচ্ছে টিম কম্বিনেশন নিয়ে ভেবে। পাটা উইকেটে কুলদীপ যাদবের কথা ভাবতে হচ্ছে শুভমন গিলদের। সেক্ষেত্রে আকাশ দীপ হয়তো বসবেন। লর্ডসে আকাশের কোমর ভুগিয়েছিল। ফিজিওকে মাঠে নেমে তাঁর শুশ্রূষা করতে হয়। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আকাশের বদলে খেলতে পারেন কুলদীপ।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের উইকেট বরাবর সিমারদের সাহায্য করে। এবারও উইকেট সবুজ হবে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও এই সিরিজের ভাষ্যকার মাইকেল আথারটন জানিয়েছেন, পাটা উইকেটই অপেক্ষা করে আছে দুটো দলের জন্য। যদি সত্যিই উইকেট পাটা হয়, তাহলে রিস্ট স্পিনারের দরকার হবে। তাছাড়া ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রিস্ট স্পিনাররা কিছুটা সুবিধা পান বলেই জানিয়েছেন প্রাক্তনদের অনেকে।

আথারটন বলেছেন, আমি নিশ্চিত একটা পাটা উইকেট হতে যাচ্ছে। এরকম কন্ডিশনে রিস্ট স্পিনাররা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সুবিধা পায় বলে জানি। আমার মনে হচ্ছে ভারত বুমরা ও সিরাজের সঙ্গে তিন স্পিনার খেলাবে। জাদেজা, ওয়াশিংটনের সঙ্গে দেখব কুলদীপকেও। তবে ম্যাঞ্চেস্টারের আবহাওয়া কেমন যাবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। যদি ঠান্ডা থাকে আর বৃষ্টি হয় তাহলে ফাস্ট বোলাররা ভাবনায় অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু আমার মনে হয় তিন স্পিনারের ভাবনা এখানে মন্দ হবে না।

ভারতীয় দল ম্যাঞ্চেস্টারে পা রাখলেও উইকেট নিয়ে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেনি। এতদিন করুণ নায়ারের বাদ পড়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। তাঁর বদলে সাই সুদর্শনের নাম হাওয়ায় ভাসছিল। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে করুণ আরও একটা সুযোগ পেতে চলেছেন। বরং আকাশকে হয়তো বসতে হবে কুলদীপকে জায়গা করে দিতে। এর আগে অজিঙ্ক রাহানেও কুলদীপকে খেলানোর কথা বলেছেন। রাহানে কাকে বসানো যায় সেটা নিয়ে শব্দ খরচ করেননি। কিন্তু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটে কুলদীপকে দেখতে চাইছেন।

ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন বেন স্টোকস। এটা জিমি অ্যান্ডারসনের মাঠ। কিন্তু ইংল্যান্ড অধিনায়কের এখানে ৫৩.৬৩ গড় রয়েছে। ২০২০-তে এই মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে স্টোকস ১৭৬ রান করেছিলেন। ২০১৯ বিশ্বকাপেও এখানে অসাধারণ খেলেছিলেন। স্টোকস সিরিজে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। উইকেটে ঘাস থাকলে তাঁর আর জোফ্রা আর্চারের সঙ্গে দেখা যেতে পারে গাস অ্যাটকিনসনকে। একমাত্র স্পিনার হয়তো লিয়াম ডসন। শোয়েব বশির চোটের জন্য সিরিজে আর নেই।

বুমরা নয় দল, শুভমনদের গ্রেগ

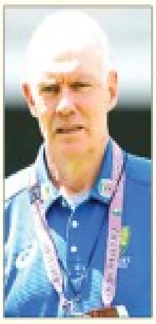

সিডনি, ১৯ জুলাই : বুধবার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে জসপ্রীত বুমরা খেলবেন কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। গ্রেগ চ্যাপেল আবার মনে করেন, অতিরিক্ত বুমরা নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে হবে ভারতকে।

প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় গ্রেট নিজের কলামে লিখেছেন, এই সিরিজে বুমরা ক'টা টেস্ট খেলবে, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। ওকে ছাড়াই ভারত কিন্তু সম্প্রতি বেশ কয়েকটা টেস্ট জিতেছে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়ে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। চাই দলগত পারফরম্যান্স। একটা দল তখনই জেতে, যখন দলের প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে। আর অধিনায়কের দায়িত্ব হল, প্রতিটি সতীর্থকে গেমপ্ল্যান পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। যাতে সবাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা দিতে পারে।

এদিকে, পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে ভারত। এই পরিস্থিতিতে গ্রেগ মনে করেন, সিরিজের শেষ দুটো টেস্ট শুভমন গিলের অগ্নিপরীক্ষা। তিনি লিখেছেন, শেষ দুটো টেস্টে যাবতীয় ফোকাস থাকবে শুভমনের উপর। এই সিরিজে ব্যাট হাতে নিজের জাত চিনিয়েছে। অধিনায়ক হিসাবেও সফল হওয়ার ইঙ্গিত রেখেছে। তবে শুভমনের আসল পরীক্ষা এবার শুরু হবে। কারণ ভারত সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে। কাজটা বেশ কঠিন। বিশেষ করে, ২৫ বছর বয়সী তরুণের জন্য। যে কিনা সবে টেস্ট নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছে। গ্রেগ আরও লিখেছেন, শুভমনকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। ভারতীয় দলকেও মাঠে আরও শৃঙ্খলা দেখাতে হবে। বিশেষ করে ফিল্ডিংয়ে। বিশ্বের সেরা দলের অন্যতম পরিচয় অসাধারণ ফিল্ডিং। প্রতিপক্ষকে সহজে রান করতে না দেওয়া। ক্যাচ মিস না করা।

লর্ডস টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা লড়াকু ইনিংস নিয়ে গ্রেগ লিখেছেন, লর্ডসে জাদেজা শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়েছিল। টেলএন্ডারদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যাটাররা যা করে, সেটাই করেছে। আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা ইনিংস। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এটা কি আদর্শ ব্যাটিং ছিল? বাস্তব হল, ভারতকে জেতানোর জন্য ওর অঙ্ক কষে ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল। ওর কাজ বল ছেড়ে দেওয়া বা এক রান নেওয়া ছিল না। এই একই কথা শুধু গ্রেগ কেন, প্রাক্তনদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু আগে বলেছেন।

টেকনিক বদলেই সাফল্য রাহুলের

দাবি শাস্ত্রীর

লন্ডন, ১৯ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন কে এল রাহুল। তিন টেস্টে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ ৬২.৫০ গড়ে মোট ২৭৫ রান করেছেন ডানহাতি কর্নাটকি। রাহুলের ছন্দে ফেরার রহস্য ফাঁস করেছেন রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচের দাবি, স্টান্সে সামান্য বদল এনেই রান পাচ্ছেন ডানহাতি ভারতীয় ওপেনার।

শাস্ত্রীর বক্তব্য, রাহুলের প্রতিভা নিয়ে বিশ্বের কোনও ক্রিকেটবোদ্ধাই কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। সমস্যা হল, রাহুল নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারছিল না। তবে এই সিরিজে আমরা সবাই ওর সেরাটা দেখতে পাচ্ছি। শাস্ত্রীর সংযোজন, রাহুলের ব্যাটে ধারাবাহিকতার অন্যতম কারণ স্টান্স নেওয়ার সময় ফ্রন্টফুটে সামান্য বদল আনা। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকছে। এর ফলে ডিফেন্স করার সময় ওর শরীর বলের উপরেই থাকছে। মিড-উইকেটে শট মারা সময়ও ব্যাটের মাঝখানে বল লাগছে।

শাস্ত্রী আরও বলেছেন, আগে ওর ব্যাট আড়াআড়ি নামত। এতে লেগ বিফোর উইকেট এবং বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যেত। কিন্তু স্টান্স বদলের পর এই সমস্যা আর হচ্ছে না। এমনিতে রাহুলের টেকনিক নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বিশ্বের যে কোনও পরিবেশে স্বচ্ছন্দের সঙ্গে ব্যাট করতে পারে। এই সিরিজে বল খুব বেশি মুভ করছে না। তবে যখন করছে, তখন রাহুল সহজেই সেটা সামলে নিচ্ছে। প্রাক্তন ভারতীয় তারকার বক্তব্য, রাহুল নিজের সেরা ফর্মে রয়েছে। আরও হয়তো ৩-৪ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবে। আমি কিন্তু ওর ব্যাট থেকে আরও সেঞ্চুরি দেখতে পাচ্ছি। অবসরের সময় ওর টেস্ট ব্যাটিং গড় পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া উচিত।

ইয়র্কশায়ারকে বিপাকে ফেলে সরলেন ঋতুরাজ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : কাউন্টি ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ইয়র্কশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের পাঁচটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল তাঁর। মঙ্গলবার সারের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলার কথা ছিল ঋতুরাজের। যদিও তিনি ইয়র্কশায়ার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, ব্যক্তিগত কারণে তিনি এবছর কাউন্টি খেলতে পারবেন না। ভারতীয় তারকাকে ধরেই পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন ইয়র্কশায়ার কোচ অ্যান্টনি ম্যাকগ্রা। ঋতুরাজ সরে দাঁড়ানোয় তিনি হতাশ। প্রসঙ্গত, ভারত 'এ' দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে গেলেও, একটিও বেসরকারি টেস্ট খেলেননি ঋতুরাজ। শুধু সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন।

বঙ্গসন্তান ডাঃ রতনচন্দ্র কর। দীর্ঘদিন ছিলেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন জারোয়াদের। সুস্থ করেছেন এই উপজাতির বহু মানুষকে। হয়ে উঠেছিলেন বন্ধুর মতো। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন পদ্মশ্রী। তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনি প্রেরণা জোগায় তরুণ চিকিৎসকদের। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

জারোয়াদের বন্ধু

প্রাচীনত্বের এক ভাণ্ডার

আন্দামান ও নিকোবর। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই মনোমুগ্ধকর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত ৫৭২টি দ্বীপ নিয়ে। সেগুলোর মধ্যে মাত্র ৩৮টি জনবসতিপূর্ণ। জীববৈচিত্র্য এবং মানব বিবর্তনের প্রাচীনত্বের এক ভাণ্ডার। প্রায় ২০০০ বছর আগের। দ্বীপগুলিতে ছয়টি উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি আদিম উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত। আদিম উপজাতিদের মধ্যে একটি জারোয়া বা জারাওয়ারা। এই উপজাতি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী। দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে ৭০০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল। জারোয়ারা মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামানের কিছু অংশে বাস করে। একটা সময় পর্যন্ত তারা সভ্য জগতের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। কোনও কারণে বিরক্ত বোধ করলে বিষাক্ত তির ছুঁড়তেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না।

রোগের প্রাদুর্ভাব

১৯৯০ সালের পর থেকে বহিরাগত এবং জারোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের হার তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। বহিরাগতরা তাদের এলাকায় গেলে জারোয়ারা যখন-তখন আর তির ছুঁড়ত না। বোঝার চেষ্টা করত যারা এসেছে, তারা কেমন। সমস্যা হল, জারোয়ারা যখন থেকে বহিরাগতদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, তখন থেকেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাইরের নানারকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যেমন মাম্পস, হেপাটাইটিস ই ইত্যাদি। শুরু হয়েছে এইসব রোগের মহামারী। কারণ এইসব রোগের বিরুদ্ধে তাদের শরীরে কখনও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়নি। যদিও উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, মানসিক অসুস্থতা এবং হৃদরোগের মতো রোগগুলি তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। বলা যায়, কার্যত তারা এই রোগগুলো থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে ত্বকের ঘা, কৃমির উপদ্রব এবং কুমিরের আক্রমণে আঘাতগুলি প্রচলিত রোগ ছিল। রোগ সারাতে প্রতিটি পরিবার 'আলাম' তৈরি করত, যা ছিল লালমাটির গুঁড়ো। শুয়োরের চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে হালকা ব্যথা এবং ব্যথায় প্রয়োগ করা হত।

মহামারীর কারণে

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে ঘটে একটি ঘটনা। এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে জোর আঘাতে এনমাই নামে এক জারোয়া যুবকের

পা ভেঙে যায়। সে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। নজরে আসে বসতি স্থাপনকারীদের। তারা সাহস করে এনমাইকে পোর্ট ব্লেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে এনমাইয়ের দু'মাস ধরে চিকিৎসা হয়। সুস্থ হওয়ার পর, তাকে জারোয়াদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে না দেখতে পেয়ে জারোয়ারা ধারণা করেছিল যে, এনমাই হয়তো মারা গেছে। দু'মাস পর ফিরে এসে এনমাই জারোয়াদের কাছে বিস্তারিতভাবে জানায়, হাসপাতালে কীভাবে তার যত্ন নেওয়া হয়েছে এবং তাকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। তার গল্প শোনার পর, জারোয়ারা অপরিচিতদের উপর তির-ধনুক ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৯৮ সালের শুরুতে তারা অন্যদের সঙ্গে আরও ভালভাবে মেলামেশা শুরু করে। সমস্যা হল, সভ্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করার পর তারা হামের মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। অসংখ্য মানুষ মারা যায়। তখন জারোয়া জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, হামের মহামারীর কারণে একদিন তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জানা যায়, এই প্রাদুর্ভাবের সময় ১০৮ জন জারোয়া হামে আক্রান্ত হয়েছিল। কপালে ভাঁজ পড়ে তাদের।

চিকিৎসক নিয়োগের অনুরোধ

সেই সময় তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কল্যাণ কর্মীরা। হামের হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা কেন্দ্রকে ওই অঞ্চলে চিকিৎসক নিয়োগের অনুরোধ করে। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা

রবিবার

20 July, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

মৌমাছি শুধু মধু দেয় না, গোটা বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্যের রক্ষায় এই পরাগবাহকেরা অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের গুনগুন শব্দ। কমছে মৌমাছির সংখ্যা। মৌমাছি সংরক্ষণে নিতে হবে জোরদার পদক্ষেপ। কোনও একটা দিন পালন নয়, চাই বছরভর একযোগে উদ্যোগ। লিখলেন **দেবস্মিতা মণ্ডল**

মৌ বনের মৌমাছিরা

মৌমাছিদের গুনগুন শব্দ যেন প্রকৃতির এক অনন্য সুর, যা আমাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে। যে ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীগুলোকে নিয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান বেঁধেছিলেন ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে সেই প্রাণীগুলির গুনগুন শব্দ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এবার কাব্য নয়, কড়া বার্তা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

মৌমাছিরা শুধুই কি আমাদের মধু দেয়

যদি আপনাদের এই ভুল ধারণা থেকে থাকে যে মৌমাছিরা শুধু মধু দেয় তাহলে এখনই সেই ভুল ধারণা মাথা থেকে বার করে ফেলুন। ওরা আমাদের খাবারের প্লেটকেও রঙিন করে তোলে। আম, আপেল, লেবু, কফি, বাদাম— এসবের উৎপত্তিতেও মৌমাছিদের ভূমিকা সরাসরি। মানে, ধরুন, যদি ওরা না থাকত, তাহলে আমাদের খাদ্য তালিকা হত একেবারে হস্টেলের দুপুরের খাবারের মতো— ফ্যাকাশে, নীরস আর মন খারাপ করা। UNEP-এর মতে বিশ্বের মোট ৯০ শতাংশ বন্য ফুলের গাছ আর ৭৫ শতাংশ ফসলই নির্ভর করে এমন পরাগবাহকদের ওপর। আর এইসমস্ত ফুলগাছ বড় হয়ে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করে প্রচুর বন্যপ্রাণী বাসস্থান রূপে বা খাদ্য সংস্থানের মাধ্যম হিসেবে।

মৌমাছিদের দিন

মৌমাছিদের নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক মহলে রীতিমতো বৈঠক বসেছে। রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক মৌমাছি দিবসও ঘোষণা করেছে। মৌমাছিদের জন্য আলাদা একটা দিন! এতদিন ভেবেছিলেন তো যে শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা ফ্রেন্ডশিপ যথেষ্ট? কিন্তু না এখন মৌমাছিদেরও নিজস্ব দিবস আছে এবং এর পেছনে একটা দারুণ গল্প আছে। স্লোভেনিয়াতে ১৭৩৪ সালের এই দিনে জন্মেছিলেন এন্টন জেনশো। তিনি যত বড় হতে থাকেন তার এপিকালচার বা মৌমাছি প্রতিপালনের ওপর আগ্রহ বাড়তে থাকে। ১৭৬৯ সালের মৌমাছি প্রতিপালনকেই তিনি ফুলটাইম জব হিসেবে বেছে নেন। তাই তার সম্মানেই বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনকে মৌমাছিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই ভদ্রলোককে আধুনিক এপিকালচারের পথপ্রদর্শক বলা হয়। ২০১৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফএও রিজিওনাল কনফারেন্স ফর ইউরোপ সংস্থাটি মৌমাছিদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে মৌমাছি দিবস পালনের প্রস্তাব দেয় এবং ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় মৌমাছিদের জন্য নির্দিষ্ট দিন পালন।

মৌমাছিরা আমাদের পুষ্ট করে

২০২৫-এ মৌমাছি নিয়ে আমাদের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে এক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। মৌমাছি এবং অন্যান্য পরাগ বাহকদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুব সমাজ যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে 'Bee engaged with Youth' বা যুব সমাজের সঙ্গে মৌমাছিরা জড়িত এই থিমে কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়েছিল বিগত বছরে। মৌমাছি পালন এবং পরাগরেণু সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় যুবসমাজকে জড়িত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছিল। সেই গুরুত্বের উপর আরও অনেকটা গুরুত্ব আরোপ করেই এবং মৌমাছিদের ওপর বাড়তে থাকা ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই ২০২৫ এর থিম রাখা হয়েছে 'Bee inspired by nature to nourish us all'। যার অর্থ হল মৌমাছিরা প্রকৃতির থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের পুষ্ট করে। এই থিমের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বিশ্বব্যাপী যুবসমাজকে মৌমাছিদের ওপর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা এবং মৌমাছিদের সংরক্ষণের আরও জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া।

বিপদটা ঠিক কোথায়?

মৌমাছিদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে আর এর জন্য দায়ী কারা? উত্তর, আমরা। আমরাই মৌমাছিদের অবাসস্থলের ক্ষতি করি। এক ফসলের মতো চাষ পদ্ধতি, অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক-এর ব্যবহার, বন ধ্বংসে এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, আক্রমণাত্মক পরজীবী ভারোয়া ডিস্ট্রাক্টর মাইট এবং অন্যান্য রোগ এদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে এবং মৌমাছিদের জীবনকে একেবারে সাসপেন্স থ্রিলারে পরিণত করছে। আচ্ছা মনে করুন তো, ওরা যদি সত্যিই একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে মানবসভ্যতার একটা বিশাল অংশ হুমকির মুখে পড়বে। ইউনেস্কোর মতে, পরাগবাহকদের কমে যাওয়া মানে ভবিষ্যতের খাদ্যসংকট, জীববৈচিত্র্য আর পরিবেশের ভারসাম্যের ধ্বংস।

তাহলে আমাদের কী করণীয়?

সবার আগে আমাদের মৌমাছিদের জন্য একটা মৌমাছিবান্ধব পরিবেশ বা বলতে পারি এই খুদেগুলোর জন্য হ্যাপি প্লেস বানাতে হবে— সেটাই আমাদের করণীয়। যেমন বাড়ির ছাদে বা ব্যালকনিতে ফুল গাছ লাগিয়ে একটু জল রেখে দিতে পারি। কৃষির জন্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত না বাড়িয়ে কৃষি বনায়ন (এমন একটি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই ভূমিতে বৃক্ষ এবং ফসল ফলানো হয়) এবং আন্তঃফসল বা ইন্টার ক্রপিং (একই জমিতে বহুবিধ ফসল ফলানো হয়)-এর মতো পরিবেশবান্ধব চাষ-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি। স্থানীয় মৌমাছি সংরক্ষকদের কাছ থেকে মধু কিনে তাদের এই কাজে উৎসাহ দিতে পারি, কম পরিমাণে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ওদের রক্ষা করতে পারি। মৌমাছিদের রক্ষা করা যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় সেটা সবার মধ্যে প্রচার করে সচেতনতা বাড়াতে পারি। সহজ ভাষায়, আমাদের এমন কিছু কাজ করতে হবে, যা ওদের রক্ষা করে।

মৌমাছি সংরক্ষণে বহির্বিশ্বের তৎপরতা

সত্যিই তো! এখনও যদি তৎপরতা না দেখানো হয় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বাইরের অনেক সংস্থাই মৌমাছিদের প্রতিপালন ও প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন— যুক্তরাষ্ট্রের 'বিজ ফর ডেভেলপমেন্ট' সংস্থাটি বিশ্ব জুড়ে জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য মৌমাছি পালনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

(এরপর ১৯ পাতায়)

জারোয়াদের বন্ধু

(১৭ পাতার পর)
সবকিছু জানার পর কেন্দ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। যদিও খুব কম সাড়া পাওয়া যায়। তখন এগিয়ে এসেছিলেন একজন সাহসী বঙ্গসন্তান, ডাঃ রতনচন্দ্র কর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের ভূমিপুত্র। ১৯৫৪ সালের ৪ মে জন্ম। ডাঃ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তনী। ১৯৭৪ সালে এমবিবিএস পাশ করেন। একটা সময় তিনি কোনিয়াক উপজাতির সঙ্গে নাগাল্যান্ডে কাজ করেছিলেন। অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণেই জারোয়া উপজাতির সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্র তাঁকে মধ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কদমতলা হাসপাতালের জন্য নির্বাচিত করে। যাতে তিনি জারোয়াদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারেন। জারোয়া উপজাতি কদমতলা হাসপাতালের কাছেই একটি ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বাস করত।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

বহিরাগতদের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হলেও, জারোয়া উপজাতির মানুষেরা ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর, সেটা অজানা ছিল না ডাঃ রতনচন্দ্র করের। তবু তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ধীরে ধীরে জারোয়াদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা গড়ে ওঠে। তিনি করতে থাকেন তাদের চিকিৎসা। ২০০৩ সালে তাঁকে পোর্ট ব্লেয়ারে বদলি করা হয়। কিন্তু তারপরেও নিয়মিত তিনি পৌঁছে যেতেন প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে। ২০০৬ সালে তাঁকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনিক বিভাগে ডেপুটি ডাইরেক্টর (জনজাতি কল্যাণ) করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নেইল দ্বীপে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ধীরে ধীরে তিনি উপজাতি সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে সক্ষম হন।

জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল

সরকারও পূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ, বিশ্ব জুড়ে জারোয়াদের বিলুপ্তির আশঙ্কা ছিল। ডাঃ রতনচন্দ্র কর উপজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে তাদের ভাষা আয়ত্ত করেন। সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে তিনি তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতেন। জারোয়াদের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি তাদের থেরাপিউটিক পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তারা কীভাবে প্রাকৃতিক ওষুধ ব্যবহার করে, তা সরাসরি দেখেছিলেন। তবুও, তিনি এবং তাঁর দল জারোয়াদের জীবন বাঁচাতে সমসাময়িক ওষুধ ব্যবহার করেছিলেন। এককথায় তিনি জারোয়াদের জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

জঙ্গল থেকে হাসপাতালে

যেখানেই গেছেন, তিনি যে তাঁদের বন্ধু, উপকারের জন্য এসেছেন, জারোয়াদের বোঝাতে পেরেছিলেন ডাঃ রতনচন্দ্র কর। তাই তাঁর কাছে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে

উৎসাহী হয়ে উঠেছিল জারোয়ারা। অনেকেই সাঁতার কেটে বা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আসত। চিকিৎসা পরিষেবা নিত। ডাঃ রতনচন্দ্র করও কখনও কখনও তাদের কাছে পৌঁছে যেতেন নৌকায় চেপে অথবা পায়ে হেঁটে। একটা সময়ের পর ভাষাগত সমস্যা অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, জারোয়াদের কেউ কেউ নাকি বাংলা ভাষা বুঝত। বাংলায় কথাও বলতে পারত। দ্বীপাঞ্চলে বসে উপজাতির মুখে বাংলা ভাষা শুনে অবাক হতেন ডাঃ রতনচন্দ্র কর। মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন মাতৃভাষার জন্য। প্রতিদিন তিনি ১৫-২০ জন রোগী দেখতেন এবং ওষুধ দিতেন। হামের প্রাদুর্ভাব থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন ৪০ জন পর্যন্ত রোগী দেখতেন। প্রয়োজনে তিনি গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের জঙ্গল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। চিকিৎসার পাশাপাশি অস্তিত্বের সংকটেও তাদের পাশে থেকেছেন তিনি।

জীবনের লক্ষ্য

ডাঃ রতনচন্দ্র কর কদমতলা হাসপাতালে একটি পরিবেশবান্ধব ভবন, কংক্রিটের তৈরি মেঝে-সহ জারোয়া ওয়ার্ড তৈরি করেছিলেন। বাঁশ, খড় এবং শুকনো গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করে তাদের বাড়ির প্রতিচ্ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ছয়জন ব্যক্তির জন্য একটি শাওয়ার এবং ওয়ার্ডের কেন্দ্রে একটি অগ্নিকুণ্ড-সহ একটি সাধারণ বাথরুম তৈরি করেছিলেন। কেবলমাত্র ডাঃ রতনচন্দ্র করের কর্মীদেরই সীমাবদ্ধ এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ মোতায়েন থাকত। আদিবাসী সদস্যরা প্রথমদিকে এলাকাটিকে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল এবং এটাকে কারাগার বলে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু একটা সময় তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত, ডাঃ রতনচন্দ্র করের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উপজাতিগুলি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। জারোয়া জনগণের সেবা করাই ডাঃ রতনচন্দ্র করের জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। সেই লক্ষ্যে তিনি সফল হয়েছিলেন।

ছড়িয়ে পড়ে নাম

আন্দামানের উত্তর সেন্টিনেল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপে বসবাসকারী জারোয়াদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতিস্বরূপ ডাঃ রতনচন্দ্র করকে পদ্মশ্রী প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে পদ্মশ্রী সম্মাননা তুলে দেন। এরপর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনি প্রেরণা জোগায় আজকের তরুণ চিকিৎসকদের। অবসর গ্রহণ করেছেন ডাঃ রতনচন্দ্র কর। বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তিনি 'জারোয়াস অফ দ্য আন্দামান' নামে একটি বই লিখেছেন। যেখানে তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। জারোয়াদের কথা উঠলেই তাদের ভয়ঙ্কর রূপের ছবি জনমানসে ফুটে ওঠে। ডাঃ রতনচন্দ্র কর খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাদের মানবিক রূপ। পেয়েছেন তাদের সারল্য এবং সংস্কৃতির পরিচয়। বইয়ের লেখাগুলোয় প্রকাশ পেয়েছে অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। গল্প মনে হলেও, একশো শতাংশ সত্যি।

মৌ বনের মৌমাছিরা

(১৮ পাতার পর)
ইউরোপের 'পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' হল একটি জনস্বার্থ ও পরিবেশগত সংগঠন। এই সংস্থাটির প্রধান উদ্যোগ হল মৌমাছি ও কৃষকদের বাঁচানো এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে কীটনাশক-মুক্ত ইউরোপ তৈরি করা।

বিভিন্ন উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মৌমাছিদের রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য। যেমন, EFSA-এর নেতৃত্বাধীন MUST B প্রকল্প যা জিনগত এবং জৈবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মৌমাছির স্বাস্থ্য ও আচরণ সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং টেকসই কৃষি-পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌমাছিদের রক্ষা করে। MUST B প্রকল্পের একটি গবেষণামূলক মডেল তৈরি করা হচ্ছে। নাম Apisram।

পিছিয়ে নেই ভারত

ভারতের, আন্তার দ্য ম্যাংগোট্রি নামক সংস্থাটি গ্রামীণ কৃষকদের মৌ-চাষে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে। তারা ১০০০-এরও বেশি মহিলাদের মৌ-চাষে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যা তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়িয়েছে।

মধুর বাজারে মিঠে বিপ্লব

রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেটের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে ভারতীয় মধুর বাজারের মূল্য ছিল প্রায় ২৫.২ বিলিয়ান টাকা, এবং আশা করা হচ্ছে ২০৩২ সালের মধ্যে এটি পৌঁছবে প্রায় ৪৮.৬ বিলিয়ন টাকায়। এই তথ্য শুধুই পরিসংখ্যান নয়— এর পেছনে আছে হাজারো মানুষের রোজগারের গল্প, গ্রামবাংলার মাটির ঘ্রাণ, আর এক ফোঁটা মধুর ভেতর লুকিয়ে থাকা আশা।

আইএমএআরসি গ্রুপের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০২৩ থেকে ২০৩২ সালের মধ্যে ভারতীয় মধুর বাজারে ৮.৪ শতাংশ হারে চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু এই বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মানুষের জীবনের পরিবর্তন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ার ফলে মানুষ আজকাল চিনি ছেড়ে মধুর দিকে ঝুঁকছে। ডায়াবেটিসের ভয়, ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, কিংবা শুধুই 'প্রাকৃতিক খাবার' খাওয়ার ইচ্ছা—সব কিছু মিলিয়ে মধু হয়ে উঠছে প্রতিদিনের সঙ্গী।

অসংখ্য বাড়ির রান্নাঘরে এখন মধু শুধু এক চামচ চায়ের জন্য নয়, বরং স্যালাড ড্রেসিং, ফেস প্যাক, এমনকী হোম রেমেডির অপরিহার্য উপাদান। যেখানেই দেখুন, প্রাকৃতিক ও জৈব পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এই পরিবর্তন ভারতের গ্রামীণ জীবনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও মধু ভারতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আয়ুর্বেদের প্রাচীন শাস্ত্রে মধুকে বলা হয়েছে 'অমৃত'—স্বাস্থ্যের রক্ষাকবচ। তাই একে ঘিরে দেশের নানা প্রান্তে আস্থা আর বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

মৌ চাষে আরও সচেতনতা জরুরি

মাধীশ বৈদ্য (সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, কালিয়াগঞ্জ কলেজ) এবং সংঘমিত্রা পুরকাইত (পিএইচডি স্কলার, ডায়মন্ড হারবার উইমেনস ইউনিভার্সিটি) পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে JETIR জার্নালে প্রকাশিত হয়। তাঁদের গবেষণাটি ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চারটি ব্লকে—বংশীহারি, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি— ৭৪ জন মৌচাষির ওপর। এই সংখ্যাগুলি শুধু সংখ্যাই নয়, এর পেছনে আছে জীবনের গল্প, সংগ্রামের অধ্যায়। সমীক্ষায় দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মৌচাষিরা মৌমাছির গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। প্রায় ৭৫.৬৮% মৌচাষি জানেন যে মৌমাছি ফসলের পরাগায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু তবু এখনও ২৪.৩২% মানুষ জানেন না এই মৌমাছিদের প্রাকৃতিক অবদানের কথা। ৪১.৮৯% মৌচাষি জানান, তাঁরা কৃষিজমিতে মৌচাষ করার তেমন অনুমতি পান না। অনেকে অর্থের বিনিময় বা মধু দিয়ে জমির মালিকদের থেকে অনুমতি পান। সব মিলিয়ে মৌচাষ যেন এক নীরব লড়াই।

গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌচাষিরা বছরে কোটি কোটি ডলার আয় করেন পরাগায়ণ পরিষেবা দিয়ে, কিন্তু ভারতে এই সচেতনতার অভাব রয়েছে। গবেষকরা সুপারিশ করেছেন—সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বিদ্যালয়ে মৌচাষ প্রশিক্ষণ, সরকার ও এনজিওর সহায়তা এবং সুষম কীটনাশক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব।

মৌমাছিদের অবক্ষয় আমাদের পরিবেশ, কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্য এক গুরুতর হুমকি। এদের সংরক্ষণে একযোগে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি-উদ্যোগ প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব কৃষি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌচাষের প্রসারই হতে পারে টেকসই সমাধান। কারণ, মৌমাছিকে বাঁচানো মানে প্রকৃতিকে বাঁচানো—এবং প্রকৃতিকে বাঁচানো মানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।

জাগোবাংলা

রবিবার

20 July, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

জল-জঙ্গলের মেয়ে

■ সুমিতা চক্রবর্তী ■

জল-কাদা ডিঙিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নমিতারা এসে পৌঁছালেন পূর্ণিমার বাড়িতে। বাড়ি বললে অবশ্য ভুল হবে, কুঁড়ে বলা চলে। সেখানে থাকে পূর্ণিমা আর তার স্বামী। গোলপাতায় ছাওয়া ওদের ঘর, চারধারে বেড়া দেওয়া। বেড়ার ধার ঘেঁষে ধানিঘাস, হেতাল, হরকোচকাটা, নোনামুখাঘাস আরও কতসব নাম না-জানা গাছের ভিড়। পূর্ণিমার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই এখানকার বেশ কিছু গাছ চিনে নিয়েছেন নমিতা। পূর্ণিমা খুব প্রাণবন্ত মেয়ে। বয়েস কম, আর বেশ সুশ্রী। ও যখন গেস্টহাউসে হাতমুখ নেড়ে বাঘের গল্প করছিল, তখন ট্যুরিস্টরা সব হাঁ করে ওর কথা শুনছিল। নমিতাও মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। অল্পবয়েসি একটা মেয়ে একা বাঘের মুখ থেকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে— ভাবা যায় না! এখনও ওর কথাগুলো কানে বাজছে নমিতার, ''পেটের দায়ে স্বামীর সঙ্গে জঙ্গল করতে যেতাম। সেদিনও গেছিলাম মাছ, কাঁকড়া ধরতে। আমাদের সঙ্গে গ্রামের আরও দুটো ছেলে ছিল। আমি রান্নার জন্য কাঠ খুঁজতেছিলাম। স্বামী ছিল খানিক তফাতে। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে একটা বাঘ এসে ওকে দড়াম করে গুঁতো মেরে ফেলে দিল। তারপর সামনের পা দুটো এরম করে এগিয়ে রেখেছে, দেখুন! এভাবে ওকে নিজের বুকের তলায় ফেলে রেখেছে বাঘটা। আর গা মোটা করে ফুলিয়ে ডোল দিয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। আতঙ্কে আমার চোখের পিলিক ফেলতে দেয়নি। আমার দিকে চোখ রেখে বাঘটা ওর গলা কামড়ে ধরল। এক কামড়েই গলা আর ঘাড়ের হাড় মটকে ভেঙে দেছেল। আমার কোমরে ছিল গামছাবাঁধা, হাতে দা আর লাঠি। তাড়াতাড়ি দাখানা ফেলে লাঠি দিয়ে বাঘটার গায়ে বাড়ি মারতে শুরু করলাম, সঙ্গে হাঁক 'তোরা শিগগির আয়, ফকির এসেছে!' জঙ্গলে আমরা বাঘকে বলি 'ফকির'। ছেলেদুটো এসে তো বাঘ দেখে ভিরমি খাচ্ছে। আমি বললাম, 'ব্যাটাছেলে তোরা, এত ভয়! দা আর লাঠিখানা নিয়ে আমার আগে পাছে চল। আমি তোদের মেসোরে নে যাব।' বাঘটা লাঠির বাড়ি খেয়ে পিছু হটেছে, কিন্তু যায়নি। আমি কোমরের গামছা খুলে স্বামীর কাঁধে বেঁধে দিলাম— রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। ওকে কাঁধে চাপিয়ে নে যাচ্ছি, পেটে তখন আমার চার মাসের সন্তান। এদিকে বাঘটা রাগে ডক্কর দিতে দিতে পাছে পাছে আসতেছে, শিকার হাতছাড়া হয়েছে তার! আমি ভয়ে খালি হাঁক দিচ্ছি। অন্য আরেকটা দল সেদিন জঙ্গলে গেছিল। তারা আমার হাঁক শুনে ছুটে এল। ঘরে ফিরলাম। তারপর থেকে কত ছোটাছুটি মানুষটাকে নে। সেরে উঠল, কিন্তু কোনও কাজকাম আর করতে পারে না। আর চিন্তায় পরিশ্রমে আমার পেটেরটা পেটেই মরল। এখন একাই সব...''।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল নমিতা, ''মাসিমা, একটু চা খান।'' পূর্ণিমা ওদের জন্য চা করে এনেছে। নমিতা হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিতে গিয়ে দেখল রণজয় চায়ে চুমুক দিচ্ছে! যা খুঁতখুঁতে ছেলে ওর, চট করে বাইরে কোথাও কিছু খায় না। নমিতার মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাবিনও কেমন সহজে পূর্ণিমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে!

এমন একজনকেই তো খুঁজছে নমিতা। ছেলে রণজয় আর নাতি বাবিনকে নিয়ে সুন্দরবন বেড়াতে এসেছেন তিনি। রণজয় অফিসের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। রাতে ঘরে ফিরে দস্যি ছেলের বায়না সামলায়... বাবিনও মায়ের আদর পায় না! বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর সবাই কত বোঝাল, কিন্তু রণজয় আর বিয়ে করতে রাজি না। অগত্যা বাবিনকে দেখাশোনার জন্য অনেক মেয়েকে রাখা হল, কাউকেই পছন্দ হয় না। পূর্ণিমাকে দেখে নমিতার মনে হয়েছে, পারলে ও-ই পারবে এই দায়িত্ব সামলাতে। ওকে আলাদা ডেকে ঘরের কথা জেনেছিলেন আগেই। সব শুনে ওর হাতদুটো ধরে বলেছিলেন, ''কলকাতায় কাজ পেলে করবি? এই ধর, আমাদের বাড়িতে?'' বাবিনকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ''দ্যাখ, এই ছোট্ট বাচ্চাটার মা নেই। তুই মায়ের মতো ওর দেখাশোনা করবি। তোরও তো সন্তান নেই। তোর কোনও কিছুর অভাব হবে না।''

নমিতা ঘরের চারদিকে চোখ বোলালেন। ঘরের কোণে একটা চৌকির উপর কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে পূর্ণিমার স্বামী কর্ণধর মণ্ডল। একটা জোয়ান ছেলে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে! চোখদুটো খোলা, ভাবলেশহীন। নমিতা কাছে গিয়ে বললেন, ''পূর্ণিমা তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না। সুস্থ হতে হবে, কাজকর্ম শুরু করতে হবে। তার জন্য ভাল করে চিকিৎসার দরকার। দরকার অনেক টাকার। পূর্ণিমা গেস্ট হাউসে রান্না করে আর ক'পয়সা পায়। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, ওকে কি কলকাতায় আমার বাড়িতে কাজের জন্য নিয়ে যেতে পারি? ওকে আমরা থাকা-খাওয়া ছাড়া দশ হাজার টাকা মাইনে দেব।''

কর্ণধর তেমনি ভাবলেশহীন মুখে বলল, ''আমার আর আপত্তি কী!''

নমিতা পূর্ণিমার দিকে চাইলেন। পূর্ণিমা চুপ করে ভাবছিল— মাসে দশ হাজার! ওর চোখ গেল রণজয়ের দিকে। রণজয় কর্ণধরের বয়েসি হবে— মিতভাষী, উজ্জ্বল। পূর্ণিমা দেখল রণজয় তারই দিকে চেয়ে আছে, চোখে জিজ্ঞাসা— সে যাবে কি না। পূর্ণিমা যেন গলে গেল, বাবিনকে বুকে চেপে ধরল। নমিতা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। পার্স থেকে কিছু টাকা বার করে কর্ণধরের পাশে রেখে বললেন, ''পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিলাম। তোমার চিকিৎসা শুরু করো।'' পূর্ণিমা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ''আমি একমাস পরে ছুটি নিয়ে এসে তোমার চিকিৎসা করাব, ক'টা দিন তোমার সেই বিধবা বোনটা এসে এখানে থাকতে পারে না?'' কর্ণধর কেমন এক অদ্ভুত হাসল।

দিনকয়েক পরে এক কুয়াশা মাখা ভোরে লঞ্চে উঠল পূর্ণিমা, গন্তব্য কলকাতা। ওর থেকে খানিকটা দূরে বাবিনকে কাছে নিয়ে বসে আছেন নমিতা। রণজয় মোবাইলে ছবি তুলছে। রায়দিঘি নদীতে এখন প্রথম সূর্যের রক্তিম ছটা। অনেকদিন পর মনটা খুব হালকা লাগছে পূর্ণিমার। ও আর পারছিল না, একটা অসুস্থ মানুষকে আগলে কতদিন পড়ে থাকবে! বুঝতে পারছে মানুষটা আর কোনও দিন সুস্থ হবে না। বরং দিন-দিন ওর শরীরের ওই ডানদিকটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এক একটা রাতে তীব্র আশ্লেষে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে, ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে শরীরের উষ্ণতা। তাতে যদি জাগে মানুষটা! কিন্তু না, কর্ণধরের শরীর জাগেনি। হতাশ পূর্ণিমা গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। অথচ স্বামী অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কত চেনা-অচেনা মানুষ ছুতো করে কাছে আসতে চেয়েছে। আমলই দেয়নি। ভালবাসা না থাকলে কী করে শরীর দেওয়া যায়! তবু তার মানুষটা এসব বোঝে না, দিনরাত হুল বিঁধাচ্ছে। আজ বেরবার আগে বলছিল, ''ভাগ্যে আমাকে বাঘে ধরেছেল, তাই তোর কপালে এত সুখ্যাত জুটল... তা এমন বউ কি ঘরে থাকে!''

পূর্ণিমা উত্তর দেয়নি। কথাটার মধ্যে খোঁচা আছে, সত্যিও। গেস্টহাউসে ম্যানেজারকে ধরে কাজটা পাওয়ার পর থেকে ট্যুরিস্টদের বাঘের গল্প শোনায় পূর্ণিমা। শুনে সবাই ধন্য ধন্য করে। অনেকে ভিডিও করবে বলে ওর কাছ থেকে শুনতে চায় ঘটনাটা। এতে পয়সা তেমন না পেলেও বেঁচে থাকার রসদ পায়। মনে হয় সত্যিই সে এক মহান কাজ করেছে।

ওদের লঞ্চ এখন মাতলানদীতে। পূর্ণিমা আড়চোখে দেখল রণজয়কে— ফোনে কথা বলছে। নীল জ্যাকেট আর নীল জিন্সের প্যান্টে কী চমৎকার দেখাচ্ছে! কেমন মায়া লাগল, এমন মানুষকে ছেড়ে যায় যে, সে কেমন মেয়েমানুষ? নিজের ভেতরে একটা ঝড়ের আভাস পাচ্ছে পূর্ণিমা, সেই ঝড় বয়ে আনছে এক তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টি ভিজিয়ে দেবে ওর অনেকদিনের উপোসী শরীর-মন। মনে ভেসে উঠছে আরও কত স্বপ্ন, যার স্পষ্ট কোনও রূপ নেই। কিংবা নিষিদ্ধ কথার মতোই তাদের গোপন রাখতে হয়। লঞ্চ এবার প্রায় ঘাটের কাছে। যাত্রীদের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। রণজয়ের ফোনালাপের টুকরো হাওয়ায় ভেসে এল— ''আরে না না, মেয়েটা খুব নিডি... বাবিনকে সামলাতে পারলেই অনেকটা রিলিফ। মায়েরও বয়েস হচ্ছে... ধুর! এই মন সামলানোর দায়িত্ব তো কবেই নিয়েছি তোমার...''।

পূর্ণিমা থম মেরে বসে থাকল। নমিতা ডাকলেন— ''পূর্ণিমা, আয় তাড়াতাড়ি। দেরি হলে ট্রেন মিস করব।''

কলকাতা যাওয়ার সমস্ত আনন্দ তৎক্ষণে মন থেকে মুছে গেছে পূর্ণিমার। তবু অনিচ্ছুক ভাবে পা বাড়াল। নমিতার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে অগ্রিম, সেই টাকার কিছু খরচও হয়ে গেছে। তাই বলতে পারল না— ''জল-জঙ্গলে জন্ম আমাদের, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচি, আমাদের স্বপ্ন দেখতে নেই!'' ও শুধু পেছন ফিরে চাইল, যেখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি, যেখানে জলের গায়ে ঠেসমূলগুলো ঘন হয়ে জড়িয়ে আছে পরস্পরকে... তারপর জঙ্গল, তারও পরে মেঠোপথ। সেই পথ পেরোলে ওদের গ্রাম, ওদের ছোট্ট ঘর, ঘরের স্বামী— ওর ভুবন!

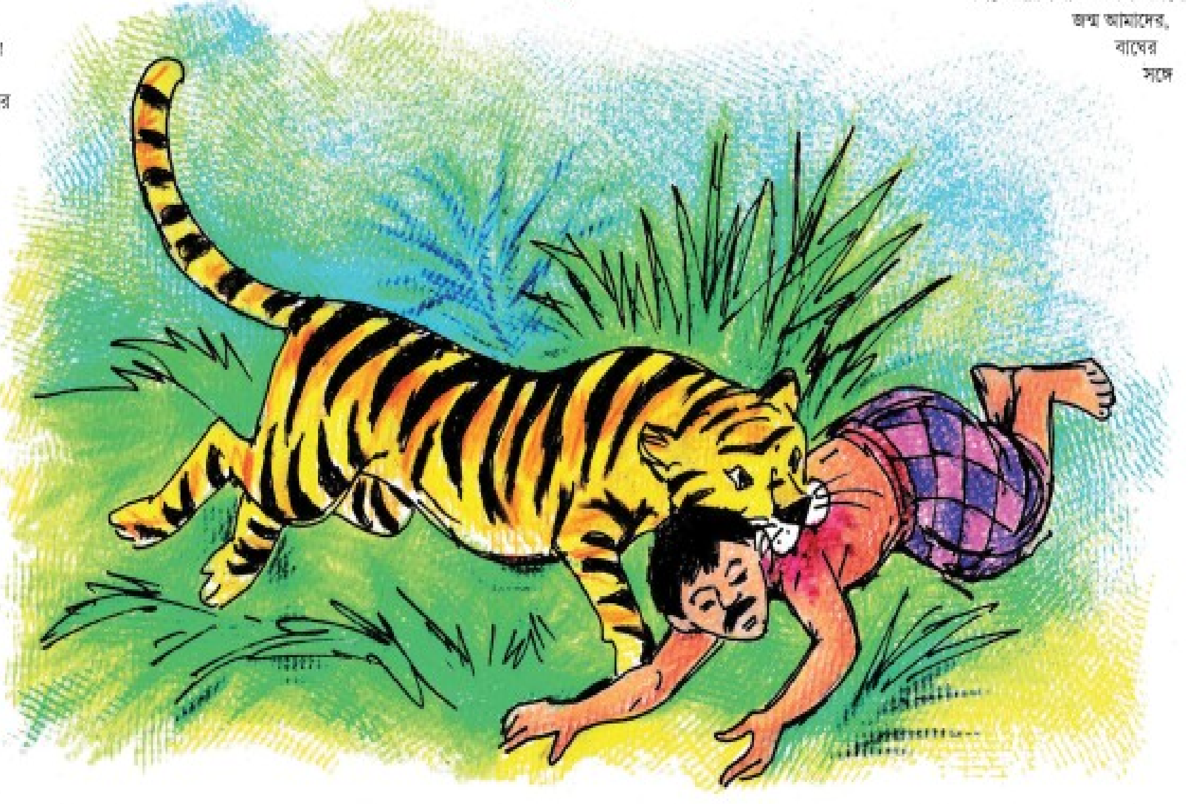

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com